দোয়ার আদব

উপস্থাপনায়ঃ

আল-মদীনাতুল ইলমিয়া

(দা'ওয়াতে ইসলামী)

সূচিপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	২	উচ্চারণ এবং এ'রাবের বিশুদ্ধতা	২১
দোয়ার পদ্ধতি প্রিয় নবী ﷺ ই শিখিয়েছেন	২		
দোয়ার গুরুত্ব ও ফযীলত	৩	দোয়ায় শরীয়াত বিরোধী পংক্তি পাঠ করা থেকে বিরত থাকুন:	২২
দোয়ার পূর্বে ভাল ভাল নিয়্যত	৪		
দোয়ার আদব সমূহের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখুন	৫	চিন্তা ভাবনা করে প্রার্থনা করুন:	২২
		দোয়ায় অসতর্কমুলক বাক্যের ১৮টি উদাহরণ	২২
দোয়ার শব্দ নির্বাচন	৬		
দোয়ায় হাত উঠানোর পদ্ধতি	৭	আমীরে আহলে সুন্নাতের বিভিন্ন দোয়া (সংক্ষিপ্ত ও সংশোধিত)	২৬
কোন বিষয়ে দোয়া করা নিষেধ?	৮		
বিপদ প্রার্থনা করোনা	৯	সাহারায়ে মদীনা (মদীনাতুল আউলিয়া মুলতান শরীফ) এর দোয়া	২৬
আল্লাহ তায়ালাকে কোন নাম দ্বারা ডাকা নিষেধ?	১৪		
		সাহারায়ে মদীনা (বাবুল মদীনা করাচী) এর দোয়া প্রাথমিক অংশ	৩৩
হে হাযির! হে নাযির! বলবেন না	১৫		
এরূপ শব্দাবলী থেকে অবশ্যই বিরত থাকুন	১৬	শবে বরাতের দোয়ার প্রাথমিক অংশ	৩৫
		শবে কদরের দোয়ার প্রাথমিক অংশ	৩৬
তোমাকে তোমার ছরকারের ওয়াসেতা! না বলা	১৭	আরাফাতের ময়দানের দোয়ার প্রাথমিক অংশ	৩৯
তুমি ক্ষমা করতে চাইলে তো মুশরিকদেরও ক্ষমা হয়ে যাবে! না বলা	১৮	ইজতিমায়ে মিলাদে করা দোয়ার প্রাথমিক অংশ	৪০
হে দানশীল! দান করে দাও! না বলা	১৯	গেয়ারভী শরীফের ইজতিমায় করা দোয়ার প্রাথমিক অংশ	৪১
তুমি আমাদের ভুলে যেয়োনা! না বলা	১৯		
তোমার অবসর সময়ে আমাদের দোয়া শুনে নাও! না বলা	২০	মুফতীয়ে দা'ওয়াতে ইসলামীর জানাযার পরের দোয়ার প্রাথমিক অংশ	৪২
আমাকে অভাব দিয়ে অত্যাচার করোনা! না বলা	২০	মাদানী মুযাকারার শেষে করা দোয়া	৪৫
		চল্লিশটি কোরআনী দোয়া	৪৭
হে আল্লাহ মিয়া! না বলা	২১	তথ্যসূত্র	৫৫

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

দোয়ার আদব

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلدُّعَاءُ مَحْجُوْبٌ عَنِ اللّٰهِ حَتّٰى يُصَلّٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ. وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ অর্থাৎ দোয়া **আল্লাহ তায়ালার** নিকট কবুল হয়না, যতক্ষণ পর্যন্ত **মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এবং **তাঁর** পরিবার পরিজনের প্রতি দরূদ প্রেরণ করা না হয়।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দোয়ার পদ্ধতি প্রিয় নবী ﷺ'ই শিখিয়েছেন

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: একবার **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এমন এক ব্যক্তির সেবা করতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, যে অনেক দূর্বল হয়ে গিয়েছিলো। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে ইরশাদ করলেন: তুমি কি **আল্লাহ তায়ালার** নিকট কোন দোয়া করেছিলে? সে আরয করলো: জি হ্যাঁ! আমি এই দোয়া করেছি:

১. শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি তা'যিমিন নবী..., ২/২১৬, হাদীস নং-১৫৭৬।

www.dawateislami.net

হে আল্লাহ! যদি তুমি আমাকে আখিরাতে কোন শাস্তি প্রদানকারী হও তবে তা দুনিয়াতেই দিয়ে দাও। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! তুমি তা সহ্য করার ক্ষমতা রাখো না। তুমি এভাবে কেন বলো না: হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দান করো এবং আমাকে দোযখের আযাব থেকে বাঁচাও। অতঃপর **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার জন্য দোয়া করলেন, তখন **আল্লাহ তায়ালা** তাকে আরোগ্য দান করলেন।[১]

দোয়ার গুরুত্ব ও ফযীলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দোয়ার গুরুত্ব প্রত্যেক মুসলমানই জানে। আমরা **আল্লাহ তায়ালার** নিকট কি, কোন শব্দ দ্বারা, কিভাবে চাইতে হবে তার গুরুত্বের অনুমান বর্ণনাকৃত হাদীসে পাক দ্বারা করা যেতে পারে। আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক কিরূপ দয়ালু যে, প্রার্থনাকারীদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং প্রার্থনা না করা ব্যক্তিদের আযাব দান করেন। তাই আমাদেরও উচিৎ, **আল্লাহ তায়ালার** নিকট নিজের চাহিদা এবং কল্যাণ প্রার্থনা করতে থাকা। **আল্লাহ তায়ালার** নিকট কল্যাণ প্রার্থনা করাকে **"দোয়া"** বলা হয় এবং **"দোয়া"** শুধু ইবাদত নয় বরং **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ অর্থাৎ দোয়া ইবাদতের মগজ।[২] اَلدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ وَعِمَادُ الدِّيْنِ وَنُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ দোয়া

১. মুসলিম, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, বাবু কারাহাতিদ দোয়া বিতা'জিল, ১১০৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৬৮৩৫।
২. তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, আবু মা'জা ফি ফদলিদ দোয়া, ৫/২৪৩, হাদীস নং-৩৩৮২।

www.dawateislami.net

মুমিনের হাতিয়ার, দ্বীনের স্তম্ভ এবং আসমান ও জমিনের নূর।[১] দোয়া এমন এক ইবাদত, যা এই বিষয়ে অনুভূতি প্রদান করে, যেনো বান্দা **আল্লাহ তায়ালা**র সাথে কথোপকথন করছে। দোয়ার মাধ্যমেই বান্দা **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে নিজের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা উপস্থাপন করে। দোয়া বান্দাকে তার দয়ালু **প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা**র নিকট পৌঁছিয়ে থাকে, তাঁর দরবারে নম্রতা করিয়ে থাকে এবং তাঁর মহত্বে বাক্য পাঠ করিয়ে থাকে। যাকে দোয়ার তৌফিক দেয়া হয়েছে, তাকে অনেক বড় কল্যাণের তৌফিক দেয়া হয়েছে এবং তার জন্য কল্যাণের দরজা খুলে দেয়া হয়েছে আর যার জন্য দোয়ার দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, তার জন্য কল্যাণ ও নিরাপত্তার দরজাও বন্ধ হয়ে গেছে।

দোয়ার পূর্বে ভাল ভাল নিয়্যত

দোয়া যেহেতু এতই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, তাই এর পূর্বে ভাল ভাল নিয়্যত করে নেওয়াও উচিৎ। কেননা নিয়্যত ছাড়া কোন ভাল কাজের সাওয়াব অর্জিত হয় না। যতবেশি ভাল নিয়্যত হবে, সাওয়াবও ততবেশি অর্জিত হবে। দোয়া প্রার্থনার পূর্বের কয়েকটি নিয়্যত লক্ষ্য করুন:

(১) আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভ এবং সাওয়াব অর্জনের জন্য দোয়া করবো **(২)** দোয়া করে কোরআনের আদেশ (اُدْعُوْنِیْۤ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (পারা-২৪, আল মুমিন, ৬০) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আমার নিকট দোয়া করো, আমি কবুল করবো।) এর উপর আমল করবো **(৩)** হাদীসে মুবারাকায় বর্ণনাকৃত দোয়ার ফযীলত অর্জন করবো **(৪)** স্বাভাবিকভাবে যা কঠিন ও সুসজ্জিত

১. মুস্তাদরিক হাকিম, কিতাবুদ দোয়া, আদ দোয়াউ সিলাহুল মুমিন..., ২/১৬২, হাদীস নং-১৮৫৫।

www.dawateislami.net

এমন শব্দাবলী থেকে বেঁচে থাকবো (৫) লোক দেখানো কান্না করা থেকে বিরত থাকবো (৬) দোয়ায় বিনয় ও নম্রতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করবো (৭) দোয়ার জাহেরী ও বাতেনী আদবের প্রতি খেয়াল থাকবো (৮) দোয়ার শুরুতে **আল্লাহ তায়ালার** হামদ এবং দরূদ শরীফ পাঠ করবো (৯) শেষে দরূদের আয়াত পাঠ করে দরূদ শরীফ পাঠ করবো (১০) কালামের পংক্তি পাঠ করাবস্থায় একনিষ্টতার প্রতি দৃষ্টি রাখবো[১] (১১) দোয়ার শেষে কোরআনের এই আয়াত দ্বারা করবো:

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿۱۸۰﴾ وَ سَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۱۸۱﴾
وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۸۲﴾

(পারা: ২৩, সূরা: আস সাফ্ফাত, আয়াত: ১৮০-১৮২)

দোয়ার আদব সমূহের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাকুন

দোয়ার গুরুত্ব ও ফযীলতের প্রতি সজাগ থেকে এর আদব সমূহ সম্পর্কে জানা এবং দোয়া করার সময় তা আমল করা আবশ্যক। আমরা দেখি যে, মানুষ দুনিয়াবী বাদশাহ বা কোন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি থেকে কোন উদ্দেশ্য বা চাওয়া থাকলে তবে খুবই আদব ও সম্মান এবং মনোযোগ সহকারে তাকে নিজের আবেদন পেশ করে থাকে, কেননা সে জানে যে, যদি অমনোযোগীতা ও উদাসীনতা সহকারে করা হয় তবে কাজ হবেনা। ভাবুন তো! যদি দুনিয়াবী বাদশাহ, তার সভাসদ এবং উচ্চ পদস্থের নিকট যাওয়ার আদবের এই অবস্থা, তবে **আল্লাহ তায়ালা যিনি** বাদশাহেরও

১. আমীরে আহলে সুন্নাত, আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরী এবং নিগরানে শুরা ও শুরার সদস্যবৃন্দ ছাড়া অন্য কোন মুবাল্লিগ দোয়ায় ছন্দ সহকারে পংক্তি পাঠ করার সাংগঠনিকভাবে অনুমতি নেই। (মারকাযী মজলিশে শূরা)

www.dawateislami.net

বাদশাহ, **তাঁর** দরবারে নিজের চাহিদা পেশ করাতে কিরূপ আয়োজন হওয়া উচিৎ। এটা প্রত্যেক বুদ্ধিমানই বুঝতে পারে। তাই যখনই দোয়া প্রার্থনা করবেন, খুবই মনোযোগ সহকারে এবং একাগ্রতা সহকারে দোয়ার আদব সমূহ পালন করেই করবেন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ দোয়া কবুল হবেই।

দোয়ায় শব্দ নির্বাচন

দোয়ায় উত্তম শব্দাবলী নির্বাচন করা বান্দাকে কিরূপ বিপদাপদ ও পেরেশানি থেকে মুক্তি দিতে পারে এবং অসতর্ক শব্দাবলী বান্দাকে কষ্টে লিপ্ত করে দিতে পারে, যেটা এই ঘটনা দ্বারা বুঝা যায়:

বনী ইসরাঈলে বাসুস নামক এক ব্যক্তি ছিলো, তাকে আদেশ দেয়া হলো যে, তোমার তিনটি দোয়া কবুল হবে। সে তার স্ত্রীর জন্য বনী ইসরাঈলের সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা হয়ে যাওয়ার দোয়া করলো, তার স্ত্রী বনী ইসরাঈলের সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা হয়ে গেলো কিন্তু সৌন্দর্যের গর্ব স্ত্রীকে স্বামীর অবাধ্য বানিয়ে দিলো। অতিষ্ট হয়ে বাসুস তাকে ঘেউ ঘেউ করা কুকুর হয়ে যাওয়ার বদদোয়া করলো, এটাও সাথেসাথেই কবুল হলো এবং সে কুকুর হয়ে গেলো। বাসুসের সন্তানেরা তার মায়ের অবস্থা দেখে পিতাকে সুপারিশ করলো, তখন সে দোয়া করলো: **হে আমার মালিক!** একে পূর্বের চেহারা ও অবস্থা দান করে দাও। এই দোয়াও কবুল হলো এবং তাকে পূর্বের অবস্থা দান করা হলো। এভাবে বাসুস ভূল শব্দ নির্বাচন করে কবুল হওয়ার তিনটি দোয়াই নষ্ট করে দিলো।[১]

১. তাফসীরে বাগভী, ৯ম পারা, আল আরাফ, ১৭৫ নং আয়াতের পাদটিকা, ২/১৮০।

www.dawateislami.net

ওলামায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام দোয়ার কিছু আদব বর্ণনা করেছেন: ❁ পবিত্র হওয়া ❁ কিবলামুখী হওয়া ❁ পরিপূর্ণ মনোযোগ সহকারে দোয়া করা ❁ দোয়ার শুরু ও শেষে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ পাঠ করা ❁ হাতকে আসমানের দিকে উঠান এবং নিজের দোয়ায় মুসলমানদেরও অন্তর্ভূক্ত করুন ❁ দোয়া কবুলের মুহূর্তগুলো যেমন; জুমার দিন খুতবার সময়[১], বৃষ্টি বর্ষনের সময়, ইফতারের সময়, রাতে তৃতীয় প্রহর এবং খতমে কোরআনের মজলিশ ইত্যাদির প্রতি সজাগ থাকুন।[২]

দোয়ায় হাত উঠানোর পদ্ধতি

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা ইসমাইল হক্কী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: উত্তম হলো, দোয়ায় উভয় হাতকে প্রসারিত করে এবং এর মধ্যখানে দূরত্ব রাখুন, যদিওবা সামান্য হোক। হাতের উপর হাত রাখবেন না।[৩]

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه দেয়া শুরু করার পূর্বে হাত উঠানোর আদব এভাবে বর্ণনা করেন: দোয়া আদবর সমূহের মধ্যে রয়েছে যে, যখনই দোয়া করবেন তখন দৃষ্টিকে নত রাখবেন, অন্যথায় দৃষ্টি দূর্বল হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। দোয়ার জন্য উভয় হাত এভাবে উঠান, যেনো

১. উত্তম হলো, উভয় খুতবার মধ্যখানে হাত না উঠিয়ে, মুখ না নাড়িয়ে মনে মনে দোয়া প্রার্থনা করা। (নামাযের আহকাম, ২৭১ পৃষ্ঠা)

২. রুহুল মাআনি, ৮ম পারা, আল আ'রাফ, ৫৫ নং আয়াতের পাদটিকা, ৮/৫২৭।

৩. রুহুল বয়ান, ৮ম পারা, আল আ'রাফ, ৫৫ নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/১৭৮।

www.dawateislami.net

বুক বরাবর থাকে... কাঁধ বরাবর থাকে... চেহারা বরাবর থাকে... অথবা এতো উচুঁ হয়ে যায় যে, বগলের সাদা অংশ দেখা যায়... চারটি অবস্থাতেই হাতে তালূদ্বয় আসমানের দিকে ছড়িয়ে রাখুন, কেননা দোয়ার কিবলা হলো আসমান।[১]

কোন বিষয়ে দোয়া করা নিষেধ?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দোয়াকারীর এটাও জানা উচিৎ যে, দয়ালু **আল্লাহ**র দরবারে কি প্রার্থনা করবে এবং কিভাবে প্রার্থনা করবে? অনেক সময় নিষিদ্ধ ও না-জায়িয বিষয়ের দোয়া করা হয় এবং অনেক সময় দোয়া তো জায়িয বিষয় সম্পর্কীত হয় তবে এমন শব্দাবলী ব্যবহার করা হয়, যা **আল্লাহ তায়ালা**র শানের উপযুক্ত নয় এবং অনেক সময় কল্যাণ প্রার্থনা করার পরিবর্তে আপদ প্রার্থনা করা হয়, যেমনটি **নবীয়ে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একজন দোয়া প্রার্থনাকারী ব্যক্তিকে এরূপ বলতে শুনেছেন: **"হে আমার মালিক!** আমি তোমার নিকট ধৈর্য প্রার্থনা করছি।" ইরশাদ করলেন: "তুমি আপদ প্রার্থনা করছো, **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করো।"[২]

এই হাদীসে পাকের আলোকে প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: জানা গেলো, দোয়ার শব্দাবলীও উত্তম হওয়া উচিৎ এবং নিয়্যতও ভাল হওয়া চাই, সেখানে শব্দের পাশাপাশি নিয়্যতও দেখা হয়।[৩]

---

১. ফাযায়িলে দোয়া, ৬৭ পৃষ্ঠা।
২. তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, ৫/৩১২, হাদীস নং-৩৫৩৮।
৩. মিরাতুল মানাজিহ, ৪/৪০।

www.dawateislami.net

বিপদ প্রার্থনা করোনা

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এক অসুস্থতায় এরূপ দোয়া করলেন: **হে আল্লাহ!** যদি তোমার সন্তুষ্টি এতেই নিহিত থাকে, তবে এই অসুস্থতা বৃদ্ধি করে দাও। এদোয়া শুনে তাঁর ওস্তাদ হযরত ইমাম মুসলিম বিন খালিদ যানজী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: হে মুহাম্মদ! থামো, **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট সুস্বাস্থ্যের প্রার্থনা করো, আমি এবং তুমি কষ্ট (সহ্যকারী) লোক নই।[১]

যে বিষয়ে দোয়া করা নিষেধ, সেই সম্পর্কে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"ফাযায়িলে দোয়া"** এর কয়েকটি মাদানী ফুল উপস্থাপন করছি:

১. দোয়ায় সীমা লঙ্ঘন না করা, যেমন আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর মর্যাদা প্রার্থনা করা বা আসমানে উঠার আকাঙ্ক্ষা করা এমনকি উভয় জগতের সমস্ত কল্যাণ এবং সমস্ত গুণাবলী প্রার্থনা করাও নিষেধ, কেননা এই গুণাবলী সমূহে **আম্বিয়ায়ে কিরাম** عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর মর্যাদার গুণাবলীও রয়েছে, যা অর্জন সম্ভব নয়। সুতরাং এভাবে বলা যাবেনা যে, উভয় জগতের সকল কল্যাণ দান করো। তবে এভাবে দোয়া করা যেতে পারে যে, আমাকে দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ দান করো।

২. যা অসম্ভব বা অসম্ভবের নিকটবর্তী, এই দোয়া করো না, সুতরাং সর্বদার জন্য সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করা যে, বান্দা জীবনভর

১. তাম্বিহুল মুগতারিন, ওয়ামান আখলাকুহুম তামান্নিল মউত ইযা আখাফ্..., ৫৪ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

কখনো কোন ধরনের কষ্টে না পড়ার এই অসম্ভব দোয়া করা, সুতরাং এভাবে বলা যাবে না যে, "কোন মুসলমান কখনোই অসুস্থ না হোক", তবে এই দোয়া করা যেতে পারে যে, আমাদের রোগীদের আরোগ্য দান করো। অনুরূপভাবে লম্বা ব্যক্তির খাটো হওয়ার বা ছোট চক্ষু বিশিষ্ট বড় চক্ষুর দোয়া করা নিষেধ, কেননা এটি এমন আমলের দোয়া, যার উপর কলম জারি হয়ে গেছে (অর্থাৎ এর ফয়সালা হয়ে গেছে সুতরাং এর প্রতি ধৈর্যধারণ করে দোয়া করবেন না)।

৩. গুনাহের দোয়া না করা যে, আমি যেনো পরের সম্পদ পেয়ে যাই, কেননা গুনাহ প্রার্থনা করাও গুনাহ।

৪. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার দোয়া না করা, যেমন; এভাবে বলবেন না: অমুক অমুক আত্মীয়ের মধ্যে ঝগড়া হয়ে যাক।

৫. **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট শুধুমাত্র নগন্য জিনিস প্রার্থনা না করা। কেননা মহান **পরওয়ারদিগার** হচ্ছেন মহান দাতা ও অমুখাপেক্ষী। যেমন; দুনিয়া নগন্য ও অপদস্ত, প্রয়োজনের অতিরিক্ত এর প্রার্থনা করা অপছন্দনীয়, সুতরাং দোয়ায় শুধুমাত্র ধন সম্পদের আধিক্য প্রার্থনা করা এবং আখিরাতের উন্নতির জন্য একেবারেই প্রার্থনা না করা হচ্ছে নগন্য জিনিসকেই চাওয়া, যেটার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

৬. দুঃখ, কষ্ট ও বিপদাপদে ঘাবড়ে গিয়ে নিজের মৃত্যুর দোয়া না করা। কেননা মুসলমানের জীবন তার নিকট অমূল্য সম্পদ, তবে এভাবে দোয়া করা যেতে পারে যে, "**হে আল্লাহ**! আমাকে জীবিত রাখো, যতক্ষণ জীবন আমার হকে উত্তম এবং আমাকে মৃত্যু দাও, যখন মৃত্যু আমার হকে উত্তম হয়।" এজন্য হয় এই দোয়া করা যাবেনা যে, "**হে**

www.dawateislami.net

আল্লাহ! এখন তো দুঃখ কষ্ট আমার কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে, ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে, সুতরাং **হে মাওলা!** এখন মৃত্যু দিয়ে এই কষ্ট থেকে আমাকে মুক্তি দাও।"

৭. শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে কারো মৃত্যু এবং ধ্বংসের দোয়া করোনা, অবশ্য যদি কোন কাফেরের ঈমান গ্রহন না করার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস হয় এবং (তার) জীবিত থাকাতে দ্বীনের ক্ষতি হবে বা কোন অত্যাচারীর তাওবা এবং অত্যাচার ছাড়ার কোন আশা না থাকে আর তার মৃত্যু, ধ্বংস হওয়া সৃষ্টিকূলের জন্য উপকারী হয় তবে এরূপ ব্যক্তির জন্য বদদোয়া করা বিশুদ্ধ।

৮. কোন মুসলমানকে এরূপ বদদোয়া না করা যে, "তুমি কাফির হয়ে যাও" কেননা কিছু কিছু ওলামার মতে এটা (এরূপ দোয়া প্রার্থনা করা) কুফরী এবং বিশ্লেষণ হলো এটা, যদি কুফরকে উত্তম বা ইসলামকে মন্দ জেনে বলে তবে নিশ্চয় কুফর অন্যথায় বড় গুনাহ, কেননা মুসলমানের অমঙ্গল কামনা করা হারাম, বিশেষকরে এই অমঙ্গল কামনা (অমুকের ঈমান নষ্ট হয়ে যাক) তো সর্ব নিকৃষ্ট অমঙ্গল কামনা।

৯. কোন মুসলমানের প্রতি অভিশাপ না দেয়া এবং তাকে অভিশপ্ত বলো না বলা আর যে কাফিরের কুফরের উপর মৃত্যু নিশ্চিত নয় তাকেও নাম ধরে অভিশাপ না করা। অনুরূপভাবে মশা, বাতাস, জড়বস্তু (অর্থাৎ প্রাণহীন জিনিস লোহা, পাথর ইত্যাদি) এবং প্রাণিদের প্রতি অভিশাপ করা নিষেধ। তবে বিচ্ছু প্রভৃতি কিছু প্রাণির প্রতি হাদীস শরীফে অভিশাপ এসেছে।

www.dawateislami.net

১০. কোন মুসলমানকে এরূপ বদদোয়া না করা যে, "তোমার উপর খোদার গযব অবতীর্ণ হোক এবং তুমি আগুন বা দোযখে যাও" কেননা হাদীস শরীফে এর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে (অর্থাৎ হাদীসে পাকে এধরনের দোয়া করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে)।

১১. যে কাফির অবস্থায় মারা গেছে, তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা হারাম এবং কুফরী।

১২. এই দোয়া করা: "**হে আল্লাহ!** সকল মুসলমানের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দাও।" জায়িয নয়, কেননা এতে ঐ হাদীসে মুবারাকা সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়, যাতে অনেক মুসলমান দোযখে যাওয়া বিষয় বর্ণিত হয়েছে, তবে এভাবে দোয়া করা যে, "সকল উম্মতে **মুহাম্মদী** عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর মাগফিরাত হোক বা সকল মুসলমানের মাগফিরাত হোক।" এটা জায়িয। উভয় দোয়ার মর্ধে পার্থক্য হলো যে, প্রথম দোয়ায় (অর্থাৎ সকল মুসলমানের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হোক, এতে) আবশ্যক হয়ে যায় যে, কোন মুসলমানও যেনো এক মুহুর্তের জন্যও দোযখে না যায়, অথচ কিছু মুসলমান নিজের গুনাহের কারণে দোযখে যাওয়াটিই হচ্ছে নির্ধারিত, সুতরাং এই শব্দাবলী দ্বারা দোয়া করা যাবে না, আর দ্বিতীয় দোয়ায় (সকল উম্মতে মুহাম্মদী عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর মাগফিরাত (অর্থাৎ ক্ষমা) হোক বা সকল মুসলমানের মাগফিরাত হোক) এই সমস্যা নাই। কেননা এতে শুধুমাত্র সকল মুসলমানদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা হয়েছে এবং এটা তো হাদীসে পাক দ্বারা প্রমাণিত যে, জাহান্নামে যাওয়া

মুসলমানদেরও অবশেষে ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং তাদের দোযখ থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

১৩. নিজের জন্য এবং নিজ বন্ধু বান্ধব, পরিবার ও সম্পদ এবং সন্তানদের জন্য বদদোয়া না করা, কে জানে যদি কবুলিয়্যতের সময় হয় আর বদদোয়ার প্রভাব প্রকাশ পাওয়াতে লজ্জিত হতে হয়।

১৪. যে জিনিস অর্জিত (অর্থাৎ নিজের নিকট) আছে, তার দোয়া না করা, যেমন; পুরুষেরা এরূপ বলবে না: **"হে আল্লাহ!** আমাকে পুরুষ বানিয়ে দাও" কেননা তা ঠাট্টা করাই, অবশ্য এরূপ দোয়া যাতে শরীয়াতের আদেশ পালন বা বিনয় ও দাসত্বের প্রকাশ অথবা **আল্লাহ তায়ালা** এবং **তাঁর প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা বা দ্বীনের প্রতি আগ্রহ কিংবা কুফর ও কাফিরদের প্রতি ঘৃণা ইত্যাদি থেকে উপকার অর্জিত হয়, তবে তা জায়িয, যদিওবা এই কাজের অর্জন নিশ্চিত হয়, যেমন; দরূদ শরীফ পাঠ করা, (**হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য মর্যাদার) ওসীলার দোয়া করা, (মুসলমান হওয়ার পরও নিজের জন্য) সীরাতে মস্তাকিমের (সরল পথের), **আল্লাহ** ও **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শত্রুদের প্রতি আযাব ও অভিশাপের দোয়া করা।[১]

১. ফাযায়িলে দোয়া, ১৭২-২১৫ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

আল্লাহ তায়ালাকে কোন নাম দ্বারা ডাকা নিষেধ?

দোয়া প্রার্থনাকারীর এটাও জানা উচিৎ, কোন নাম দ্বারা **আল্লাহ তায়ালা**কে আহ্বান করতে পারবে এবং কোন নাম দ্বারা আহ্বান করতে পারবে না? **আল্লাহ তায়ালা**র মহান বাণী হচ্ছে:

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۪ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْۤ اَسْمَآىِٕهٖ ؕ

(পারা ৯, সূরা আ'রাফ, আয়াত ১৮০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং **আল্লাহ**রই রয়েছে বহু উত্তম নাম; সুতরাং তোমরা তাকে ঐসব নামে ডাকো; এবং ঐসব লোককে বর্জন করো, যারা তার নামগুলোর মধ্যে সত্যের সীমা থেকে বেরিয়ে যায়।

আল্লাহ তায়ালার নাম সমূহে হক ও স্থায়ীত্ব থেকে দূর হওয়া অনেক ধরনের। একটি তো এরূপ যে, **তাঁর** নাম সমূহকে কিছুটা বিকৃত করে অন্যদের উপর প্রয়োগ করা, যেমনটি মুশরিকরা **ইলাহ**কে "লাত" এবং **আযীয**কে "উযযা" এবং **মান্নান**কে "মানাত" করে তাদের মুর্তিগুলোর নাম রাখতো, এটি নাম সমূহের সীমাতিক্রম করা এবং আর তা নাজায়িয। দ্বিতীয়টি হলো, **আল্লাহ তায়ালা**র জন্য এরূপ নাম নির্বাচন করা যা কোরআন ও হাদীসে নেই, এটাও জায়িয নেই, যেমন; **আল্লাহ**কে দানশীল বলা। কেননা **আল্লাহ তায়ালা**র নাম সমূহ শরীয়াতের পক্ষ থেকে নির্ধারিত। তৃতীয়টি হলো, উত্তম আদবের প্রতি খেয়াল না করা। চতুর্থ হলো, **আল্লাহ তায়ালা**র জন্য এমন কোন নাম নির্বাচন করা, যার অর্থই বাতিল, এটাও অনেক বড় নাজায়িয, যেমন; রাম শব্দ (অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিসের মাঝে বিরাজমান, প্রত্যেক কিছুতেই ক্ষমতাবান) এবং পরমাতুমা

www.dawateislami.net

(হিন্দুদের তিনটি দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের নামে) ইত্যাদি। পঞ্চমটি হলো, এমন নাম প্রয়োগ করা, যার অর্থই জানা নেই এবং এটা জানার উপায় নেই যে, তা **আল্লাহ তায়ালা**র মহত্বের উপযুক্ত কিনা।[১]

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ তায়ালা**র নাম তৌকিফি (অর্থাৎ শরীয়াতের বর্ণনায় সীমাবদ্ধ), শরীয়াত যা বর্ণনা করেছে, সেই নাম সমূহ দ্বারাই আহবান করা, নিজের পক্ষ থেকে নাম আবিস্কার না করা যদিওবা এর অনুবাদ সঠিক হয়, সুতরাং **আল্লাহ তায়ালা**কে **আলিম** বলা যাবে, **আকিল** বলা যাবে না, **তাঁকে জাওয়াদ** বলা যাবে **দানশীল** নয়, **হাকিম** বলা যাবে **তবীব** নয়। **খোদা আল্লাহ তায়ালা**র নাম নয় বরং একটি গুণ অর্থাৎ মালিকের অনুবাদ, যেমন; **পরওয়ারদিগার, প্রতিপালক, ক্ষমাশীল** ইত্যাদি,[২] যে শব্দ দ্বারা **আল্লাহ তায়ালা**কে ডাকা যাবেনা, সেগুলোর মধ্যে কয়েকটি লক্ষ্য করুন:

হে হাযির! হে নাযির! বলবেন না

আল্লাহ তায়ালাকে **হাযির** ও **নাযির** বলা নিষেধ, যেমনটি **ফতোওয়ায়ে রযবীয়া**য় বর্ণিত রয়েছে: **আল্লাহ তায়ালা শহীদ** ও **বছির, তাঁকে হাযির** ও **নাযির** বলা উচিৎ নয়, এমনকি কতিপয় ওলামারা এর উপর তাকফির (অর্থাৎ কুফরের ফতোয়া লাগানো) চিন্তা করেছেন এবং বড় বড় ওলামায়ে কিরামগণ এর বিরোধীতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব

১. সিরাতুল জিনান, ৩/৪৮০-৪৮১।
২. মিরাতুল মানাজিহ, ৩/৩২৫।

www.dawateislami.net

করেছেন, **মজমুয়ায়ে আল্লামা ইবনে ওয়াহবানে** বর্ণিত রয়েছে: "يَا حَاضِرُ يَا نَاظِرُ لَيْسَ بِكُفْرٍ অর্থাৎ হে **হাযির**! হে **নাযির**! বলা কুফরী নয়।" যে এরূপ করে, সে ভূল করে, বিরত থাকা উচিৎ।"[১] সুতরাং আমাদের **আল্লাহ তায়ালাকে হাযির** ও **নাযির** বলার পরিবর্তে يَا سَمِيْعُ **(সর্বশ্রোতা)** ও يَا بَصِيْرُ **(সর্বদ্রষ্টা)** বলা উচিৎ।

এরূপ শব্দাবলী থেকে অবশ্যই বিরত থাকুন

"**হে উপর ওয়ালা**! আমাদের ফরিয়াদ শুনে নাও!" দোয়ায় এবং দোয়া ছাড়াও **আল্লাহ তায়ালার** জন্য এরূপ বাক্য বলার অনুমতি নেই।

অনুরূপভাবে দোয়ায় এরূপ বলা থেকেও বিরত থাকুন: "**হে আসমান থেকে প্রত্যক্ষদর্শি**! আমাদের ফরিয়াদ শুনে নাও!" তবে এরূপ বলাতে অসুবিধা নেই যে, "**হে আমাদের অন্তরের প্রতি দৃষ্টি প্রদানকারী**! আমাদের ফরিয়াদ শুনে নাও।"

দোয়ায় হাত আসমানের দিকে উঠানো হয়, কেননা দোয়ার কিবলা হচ্ছে আসমান, তাই হাত উঁচু করতে গিয়ে এরূপ শব্দ বলা হারাম যে, **হে আরশে অবস্থানকারী**! আমরা তোমার দিকে হাত উঠিয়ে দিয়েছি। অবশ্য এরূপ বলাতে অসুবিধা নেই: **হে আল্লাহ**! আমরা তোমার দরবারে হাত উঠিয়ে দিয়েছি।

উপরোল্লিখিত নিষিদ্ধ বাক্যাবলী দ্বারা **আল্লাহ তায়ালার** জন্য দিক (নির্দিষ্ট স্থান) এর প্রমাণ হয়ে থাকে এবং **তাঁর** সত্তা দিক থেকে পবিত্র।

---

১. ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৪/৬৮৮-৬৮৯।

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা সা'দুদ্দিন তাফতাযানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ তায়ালা** ঘরে থাকা থেকে পবিত্র এবং যেহেতু **তিনি** ঘরে থাকা থেকে পবিত্র, সেহেতু দিক থেকেও পবিত্র। (অনুরূপভাবে) উপর এবং নিচে হওয়া থেকেও পবিত্র।[১] হযরত আল্লামা ইবনে নজিম মিসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: যে ব্যক্তি **আল্লাহ তায়ালাকে** উপর বা নিচে বলে ব্যক্ত করলো, তবে তার প্রতি কুফরের হুকুম লাগানো যাবে।[২] কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি এই বাক্যকে উচ্চতর ও মহত্বের অর্থে ব্যবহার করে তবে বক্তার প্রতি কুফরের হুকুম দেয়া যাবেনা কিন্তু এই উক্তিকে মন্দই বলবো এবং বক্তাকে এর থেকে বিরত রাখবো।[৩]

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ তায়ালার** জন্য স্থান নির্ধারণ করা কুফরী। কেননা **তিনি** স্থান থেকে পবিত্র, এরূপ বলা যে, "উপরে **আল্লাহ** নিচে তুমি" এটি কুফরী বাক্য।[৪]

তোমাকে তোমার ছরকারের ওয়াসেতা! না বলা

দোয়ায় বাক্যের পুনরাবৃত্তিতে পরিপূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করুন, কেননা সামান্য ভূলও অনেক বিপদজনক হতে পারে, যেমন; **হে আল্লাহ**! তোমাকে তোমার **মাহবুবের** ওয়াসেতা! তোমাকে তোমার **হাবীরের** ওয়াসেতা! তোমাকে তোমার **নবীর** ওয়াসেতা! তোমাকে আমাদের

১. শরহুল আকায়িদ, ওলা ইয়াতমকান ফি মকান, ১৩১ পৃষ্ঠা।
২. বাহরুর রায়িক, কিতাবুস সেয়র, বাবু আহকামুল মুরতাদিন, ৫/২০৩।
৩. ফতোওয়ায়ে ফয়যুর রাসূল, ১/৩।
৪. বাহারে শরীয়ত, ২/৪৬২।

www.dawateislami.net

ছরকারের ওয়াসেতা! তোমাকে আমাদের **আক্বার** ওয়াসেতা! আমাদের ক্ষমা করে দাও... এখানে অন্যমনস্কতায় দ্রুততার সহিত বলার কারণে "তোমাকে তোমার" এর পুনরাবৃত্তিতে এই বাক্যটিও বের হয়ে যেতে পারে: "**হে আল্লাহ**! তোমাকে তোমার **ছরকারের** ওয়াসেতা! তোমাকে তোমার **আক্বার** ওয়াসেতা!" অনুরূপভাবে এই বাক্যও অন্যমনস্কতার কারণে মুখে চলে আসতে পারে: "**হে আল্লাহ**! তোমার **আক্বার** জান্নাতে প্রতিবেশিত্ব নসীব করো" ইত্যাদি। সুতরাং সাবধানতা অবলম্বন করে এসব থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

তুমি ক্ষমা করতে চাইলে তো মুশরিকদেরও ক্ষমা হয়ে যাবে! না বলা

দোয়ায় **আল্লাহ তায়ালা** সীমাহীন দয়ার উল্লেখ করতে গিয়ে অন্যমনস্কতায় এরূপ বাক্যও বের হয়ে যেতে পারে: "**হে আল্লাহ**! **তুমি ক্ষমাশীল, তুমি রহমান, তুমি রহিম, মাওলা! তুমি** ক্ষমা করতে চাইলে তো মুশরিকদেরও ক্ষমা করে দাও, **মাওলা!** আমরা তো মুসলমান, তোমার **মাহবুবের** উম্মত, **মাওলা**! আমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দাও।" এই বাক্যে এরূপ বলা যে, "**আল্লাহ তায়ালা** ক্ষমা করতে চাইলে তো কাফির ও মুশরিকদেরও ক্ষমা করে দেন" এই বাক্যটি কুফরী (কেননা **আল্লাহ তায়ালা** এর ফয়সালা করে দিয়েছেন যে, যে কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরন করলো, তাকে ক্ষমা করবেন না)।"[১] যেমনটি ৫ম পারার সূরা নিসার ৪৮ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

১. ঈমান কি হিফাযত, ৭৩ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ

(পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ৪৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ নিশ্চয় **আল্লাহ** এটা ক্ষমা করেন না যে, তাঁর সাথে কুফর (শিরক) করা হবে এবং কুফরের নিচে যা কিছু আছে তা যাকে চান ক্ষমা করে দেন।

হে দানশীল! দান করে দাও! না বলা

আল্লাহ তায়ালার জন্য **"সখী** (দানশীল)" শব্দ ব্যবহারের পরিবর্তে **"জাওয়াদ"** শব্দ ব্যবহার করুন, কেননা প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আরবের প্রচলিত প্রবাদে সাধারণত **"সখী** (দানশীল)" তাকেই বলা হয়, যে নিজেও খায় এবং অপরকেও খাওয়ায়। **"জাওয়াদ"** হলো সেই, যে নিজে খায় না এবং অপরকে খাওয়ায়। তাই **আল্লাহ তায়ালাকে "সখী** (দানশীল)" বলা যাবেনা।[১]

৭ম পারা সূরা আনআমের ১৪ নং আয়াতে **আল্লাহ তায়ালার** মহান বাণী হচ্ছে:

وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ

(পারা ৭, সূরা আনআম, আয়াত ১৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর তিনি আহার করান ও আহার করা থেকে পবিত্র।

তুমি আমাদের ভুলে যেয়ো না! না বলা

অনেক সময় দোয়াকারী অতি আবেগে এরূপ বাক্য বলে দেয় যে, **"হে আল্লাহ!** আমরা তোমাকে ভুলে গেছি কিন্তু **তুমি** আমাদের ভুলে যেয়োনা" এই বাক্যটি কুফরী, এই কারণে যে, **আল্লাহ তায়ালা** ভুলে

১.মিরাতুল মানাজিহ, ১/২২১

www.dawateislami.net

যাওয়া থেকে পবিত্র এবং এমন প্রতিটি বিষয় যাতে **আল্লাহ তায়ালা**র পক্ষ থেকে ভুলে যাওয়া প্রমাণিত করা হয়, তা নিরেট কুফর, যেমনটি ১৬তম পারার সূরা তোহা এর ৫২ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسَى
(পারা ১৬, সূরা ত্বহা, আয়াত ৫২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমার রব না পথভ্রষ্ট হন, না ভুলে যান।

তোমার অবসর সময়ে আমাদের দোয়া শুনে নাও! না বলা

আল্লাহ তায়ালা অবসর ও ব্যস্ততা থেকে পবিত্র, এজন্য দোয়ায় এরূপ শব্দ ব্যবহার না করা ফরয, যা দ্বারার **তাঁর** প্রতি এই নিন্দনীয় (মন্দ) গুণ সাব্যস্ত হয়। যেমন; এভাবে বলা **"হে আল্লাহ!** আমি সকাল সকাল বা রাতের শেষ প্রহরে তোমার নিকট দোয়া করছি **"যাতে তোমারও অবসর সময় হয়"** সুতরাং আমাদের সকল চাহিদার প্রতি দৃষ্টি প্রদান করো।" কিছু কিছু মূর্খ অপরকে সকাল সকাল দোয়া প্রার্থনা করার উৎসাহ দিতে গিয়ে এরূপ বাক্য বলে দেয় যে, **"সকাল সকাল দোয়া করে নিও এই সময় আল্লাহ পাক অবসর থাকেন।"** এটি কুফরী বাক্য, যেমনটি মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত কিতাব **"ঈমান কি হিফাযত"** এর ৩১ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে: **এরূপ বলা যে, সকাল সকাল দোয়া করে নাও এই সময় আল্লাহ অবসর থাকেন,** এটা কুফরী।

আমাকে অভাব দিয়ে অত্যাচার করোনা! না বলা

আল্লাহ তায়ালা প্রতি অত্যাচারের ইঙ্গিত করা, **তাঁকে** অত্যাচারী বলা কুফরী, সুতরাং দোয়ায় এভাবে বলা যে, **"হে আল্লাহ! আমাকে**

রিযিক দাও এবং আমাকে অভাব দিয়ে অত্যাচার করোনা।" এটা কুফরী।[১] **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন: :

اِنَّ اللّٰهَ لَا یَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

(পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ৪০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আল্লাহ এক অণূ পরিমানও যুলুম করেন না।

হে আল্লাহ মিয়া! না বলা

আল্লাহ তায়ালার জন্য "**মিয়া**" শব্দ বলা নিষেধ। **আল্লাহ তায়ালা, আল্লাহ পাক, আল্লাহ** عَزَّوَجَلَّ এবং **আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা** ইত্যাদি বলা উচিৎ। আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: (**আল্লাহ তায়ালা**র জন্য) মিয়া শব্দ প্রয়োগ করা যাবে না। কেননা তা তিনটি অর্থ বোঝায়, এর মধ্যে দু'টি (অর্থ) **আল্লাহ পাকের** জন্য অসম্ভব। মিয়ার তিনটি অর্থ হচ্ছে: "মুনিব ও স্বামী এবং নারী পুরুষের যেনার দালাল" তাই **আল্লাহ তায়ালাকে** '**মিয়া**' বলা নিষেধ।[২]

উচ্চারণ এবং এ'রাবের বিশুদ্ধতা

দোয়ায় উচ্চারণ এবং এ'রাবের বিশুদ্ধতার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখুন, বিশেষকরে কোরআনী দোয়া, আয়াতে দরূদ ও দোয়ার শেষের আয়াতে তাজবীদের বিষয়ে সজাগ থাকুন। কোরআনী দোয়া সমূহ কোন ক্বারী বা আলিম সাহেবকে শুনিয়ে চেক করিয়ে নিন।

---

১. কুফরিয়া কালেমাত কে বারে মে সওয়াল জাওয়াব, ১৩৩ পৃষ্ঠা।

২. ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৪/৬১৪।

www.dawateislami.net

দোয়ায় শরীয়াত বিরোধী পংক্তি পাঠ করা থেকে বিরত থাকুন:

যদি দোয়ায় পংক্তি পাঠ করতে চান তবে নির্ভরযোগ্য ওলামায়ে কিরামের পংক্তিই পাঠ করুন। এই জন্যই যে, বেপরোয়া এবং মূর্খ শায়েরের অনেক পংক্তি শরীয়াত বিরোধী বরং কুফরী বাক্য সম্বলিতও হয়ে থাকে।

চিন্তা ভাবনা করে প্রার্থনা করুন:

হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام একদিন এমন এক লাশের পাশ দিয়ে গমন করেন, যার পেটকে হিংস্র প্রাণী টুকরো টুকরো করে তার মাংস খেয়ে নিয়েছিলো। হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام তার পরিচয় জেনে **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে আরয করলেন: **হে আমার প্রতিপালক!** এ তো তোমার অনুগত ছিলো। তবে আমি এটা কি দেখছি? **আল্লাহ তায়ালা** হযরত মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর প্রতি ওহী প্রেরণ করলেন: হে মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام! এই ব্যক্তি আমার নিকট এমন মর্যাদার জন্য দোয়া করেছে, যা পর্যন্ত সে তার আমল দ্বারা তো যেতে পারেনি, আমি তাকে এই কষ্টে লিপ্ত করে দিলাম যেনো সেই মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছে যায়।[১]

দোয়ায় অসতর্কমুলক বাক্যের ১৮টি উদাহরণ

দোয়ায় অসতর্কমূলক বাক্য বলা থেকে বিরত থাকুন। অসতর্ক মূলক বাক্যের ১৮টি উদাহরণ এবং এর সকতর্কতা মুলক বাক্য সহ লক্ষ্য করুন:

১. তানবিহুল মুগতারিন, ১৭৩ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

অসতর্কমূলক বাক্যঃ হে আল্লাহ! যত মুসলমান তোমার দরবারে তাশরীফ নিয়ে এসেছে, তাদের ফরিয়াদ শুনে নাও!

সতর্কমূলক বাক্যঃ হে আল্লাহ! যত মুসলমান তোমার দরবারে উপস্থিত হয়েছে, তাদের সবার ফরিয়াদ শুনে নাও।

অসতর্কমূলক বাক্যঃ হে আল্লাহ! যদি কবরে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত না হয়, তবে আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো।

সতর্কমূলক বাক্যঃ হে আল্লাহ! যদি কবরে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারতের সময় আমরা চিনতে না পারি, তবে আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো! **হে আল্লাহ!** আমাদের চিনার তৌফিক নসীব করো।

অসতর্কমূলক বাক্যঃ হে ৭০জন মায়ের চেয়েও বেশি মমতাকারী!

সতর্কমূলক বাক্যঃ হে মায়ের চেয়েও বেশি ভালবাসা পোষনকারী!

অসতর্কমূলক বাক্যঃ আমরা শুনেছি যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলা বা সাপ্তাহিক ইজতিমায় দোয়া কবুল হয়।

সতর্কমূলক বাক্যঃ আমাদের সুধারণা যে, আশিকানে রাসূলের মাদানী কাফেলায় বা সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় কৃত দোয়া কবুল হয়ে থাকে।

অসতর্কমূলক বাক্যঃ কবরের চাপ থেকে রক্ষা করো।

সতর্কমূলক বাক্যঃ হে আল্লাহ! কবরের চাপ সত্য, আমাদের কবর যেনো আমাদেরকে এমনভাবে চাপ দেয় যে, যেমন মা নিজের সন্তানকে বুকের সাথে লাগিয়ে চাপ দেয়। আমাদের কবর আমাদেরকে এমনভাবে যেনো চাপ না দেয় যে, আমাদের হাঁড়গোঁড় ভেঙ্গেচুরে একটি আরেকটির মাঝে বিদীর্ণ হয়ে যায়।

www.dawateislami.net

অসতর্কমূলক বাক্য: হে আল্লাহ! আমীরে আহলে সুন্নাত এবং মাশায়িকে আহলে সুন্নাতের ছায়া আমাদের উপর অটল ও অবিচল রাখো।

সতর্কমূলক বাক্য: হে আল্লাহ! আমীরে আহলে সুন্নাত এবং সকল মাশায়িখে আহলে সুন্নাতের করুণার ছায়া আমাদের উপর অব্যাহত রাখো।

অসতর্কমূলক বাক্য: তোমাকে তোমার রহমতের সদকা।

সতর্কমূলক বাক্য: তোমাকে তোমার রহমতের ওয়াসেতা।

অসতর্কমূলক বাক্য: সকরাতের অবস্থা থেকে বাঁচিয়ে রাখো।

সতর্কমূলক বাক্য: সকরাতের কষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখো।

অসতর্কমূলক বাক্য: হে আল্লাহ! যদি তুমিও আমাদের ছেড়ে দাও, তবে আমরা কোথায় যাবো?

সতর্কমূলক বাক্য: হে আল্লাহ! যদি তুমি আমাদের প্রতি দয়ার দৃষ্টি না দাও, তবে আমরা কোথায় যাবো?

অসতর্কমূলক বাক্য: হে আল্লাহ! আমাদেরকে তোমার কদম থেকে দূরে করোনা।

সতর্কমূলক বাক্য: হে আল্লাহ! আমাদেরকে তোমার রহমত থেকে বঞ্চিত করোনা (মনে রাখবেন! **আল্লাহ তায়ালা** হাত পা থেকে পবিত্র।)

অসতর্কমূলক বাক্য: হে আল্লাহ! তোমার তো এই অসুস্থ, অসহায়, ঋণগ্রস্থ এবং দূর্বলদের প্রতি দয়া হওয়া উচিৎ (এই বাক্যে অভিযোগের সূর পাওয়া যাচ্ছে, যা কুফর।)

সতর্কমূলক বাক্য: হে আল্লাহ! এই অসুস্থ, অসহায়, ঋণগ্রস্থ এবং দূর্বলদের উপর রহমতের দৃষ্টি দাও।

www.dawateislami.net

অসতর্কমূলক বাক্যঃ হে আল্লাহ! সকল মুসলমানকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করো।

সতর্কমূলক বাক্যঃ হে আল্লাহ! সকল মুসলমানের মাগফিরাত করো।

অসতর্কমূলক বাক্যঃ হে আল্লাহ! আমাদের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করো।

সতর্কমূলক বাক্যঃ হে আল্লাহ! আমাদের নেক এবং জায়িয আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দাও।

অসতর্কমূলক বাক্যঃ হে আল্লাহ! অসুস্থদেরকে পরিপূর্ণ ও স্থায়ী আরোগ্য দান করো।

সতর্কমূলক বাক্যঃ হে আল্লাহ! অসুস্থদেরকে দ্রুত পরিপূর্ণ আরোগ্য দান করো।

অসতর্কমূলক বাক্যঃ হে আল্লাহ! আমাদেরকে বিপদে ধৈর্য দান করো।

সতর্কমূলক বাক্যঃ হে আল্লাহ! আমাদেরকে বিপদাপদ থেকে রক্ষা করো এবং নিরাপত্তা দান করো।

অসতর্কমূলক বাক্যঃ হে আল্লাহ! আমাকে সর্বদার জন্য সুস্থতা দান করো।

সতর্কমূলক বাক্যঃ হে আল্লাহ! আমাকে কল্যাণ ও নিরাপত্তাময় জীবন দান করো।

অসতর্কমূলক বাক্যঃ হে আল্লাহ! আমাকে উভয় জগতের সকল কল্যাণ দান করো।

সতর্কমূলক বাক্যঃ হে আল্লাহ! আমাকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নসীব করো।

www.dawateislami.net

অসতর্কমূলক বাক্যঃ হে আল্লাহ! আমাকে ছোট বড় সকল রোগ থেকে নিরাপদ রাখো।

সতর্কমূলক বাক্যঃ হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষতিকারক রোগ থেকে নিরাপদ রাখো।

বরকত অর্জনের জন্য শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বিভিন্ন সময়ে করা কয়েকটি দোয়া লক্ষ্য করুন:

আমীরে আহলে সুন্নাতের বিভিন্ন দোয়া
(সংক্ষিপ্ত ও সংশোধিত)

সাহারায়ে মদীনা (মদীনাতুল আউলিয়া মুলতান শরীফ) এর দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

হে **রব্বে মুস্তফা**...! হে **রব্বে** আম্বিয়া...! হে **রব্বে** সাহাবা...! হে **রব্বে** তাবেঈন...! হে **রব্বে** আউলিয়া...! হে আমাদের ইমাম আযম আবু হানিফার **রব**...! হে আমাদের ইমাম শাফেয়ীর **রব**...! হে আমাদের ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের **রব**...! হে আমাদের ইমাম মালিকের **রব**...! হে আমাদের গাউছুল আযমের **মালিক**...! হে আমাদের গরীবে নেওয়াজের **প্রতিপালক**...! হে আমাদের দাতা আলী হাজবেরীর **মাওলা**...! হে আমাদের বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানীর **রব্বুল**

www.dawateislami.net

আলামিন...! হে আমাদের শাহ রুকনে আলমের **রব্বে লাম ইয়াযাল**...! হে আউলিয়ায়ে কিরামের **পরওয়ারদিগার**...! হে আমাদের গুনাহগারদের **ক্ষমাকারী!** হে রোগীদেরকে আরোগ্য দানকারী! হে অসহায়দের **সাহায্যকারী...!** হে ডুবন্তদের **সহায়তাকারী**...! হে পতিতদের **সংবরণকারী**...! হে সকল কায়েনাতকে প্রতিপালনকারী...! হে আমরা অপদস্থদের মাথায় **সম্মানের মুকুট পরিধানকারী**...!

তোমার গুনাহগার, পাপীষ্ট বান্দা **তোমার** দরবারে দয়ার ভিক্ষার জন্য গুনাহে ভরা হাত প্রসারিত করে দিয়েছে... হে **মাওলা**! আমরা স্বীকার করছি যে, গুনাহ করে করে আমরা জমিন পূর্ণ করে দিয়েছি... **হে আল্লাহ**! আমাদের আমলনামার কালিমা রাতের অন্ধকারকেও লজ্জিত করছে... **হে মাওলা**! আমলনামায় কোথাও কোন নেকী দেখা যাচ্ছে না...! নামায আদায় করে নিলেও জাহেরী ও বাতেনী আদব থেকে একেবারে খালি রয়ে যায়... **হে মাওলা**! রোযা রাখলেও দিনভর গুনাহ থেকে বিরত ছিলাম না... যদি তোমার পথে ব্যয় করিও, তবে **হে আল্লাহ**! একনিষ্টতার কোন খোঁজ পাওয়া যায় না... কিন্তু **মাওলায়ে করীম**! তুমি আমাদের অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে জানো, আমাদের তোমার প্রতি এই সুধারণা যে, তুমি আমাদেরকে অবশ্যই ক্ষমা করে দিবে... **হে আল্লাহ**! জীবনভর **তোমার মাহবুব তোমার** দরবারে আমাদের মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকেন... মিরাজের সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তখনও আমাদেরকে ভূলেননি... **তাঁর** নূরানী কবরেও আমাদেরকে স্মরণ রেখেছেন[১] এবং

১. কানযুল উম্মাল, কিতাবুল কিয়ামাতি, বাবুশ শাফায়াত, ১৪তম অধ্যায়, ৭/১৭৮, হাদীস নং-৩৯১০৮।

www.dawateislami.net

হাশরের ময়দানেও **মাহবুব** আমাদেরকে স্মরন রাখবেন... কখনো পুলসিরাতের পাশে সিজদাবনত হয়ে رَبِّ سَلِّمْ اُمَّتِی، رَبِّ سَلِّمْ اُمَّتِی[১] অর্থাৎ "**মাওলা**! আমার উম্মতকে নিরাপত্তার সহিত অতিক্রম করাও" এই দোয়া করতে থাকবেন... কখনো আমলের মীযানে তাশরীফ নিয়ে যাবেন এবং **তাঁর** দয়ায় আমরা গুনাহগারদের নেকীর হালকা পাল্লাকে ভারী করিয়ে দিবেন। হাউযে কাওসারে **তাঁর** গুনাহগার উম্মতদেরকে ভরে ভরে সূধা পান করাতে থাকবেন... **হে আল্লাহ**! **তোমার মাহবুবের** এটাই আকাংখা থাকবে যে, আমরা যেনো কষ্টে না পড়ি, আমাদের কষ্টে পতিত হওয়া **রাসূলে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কষ্ট দেয়, **হে আল্লাহ**! **মাহবুবের** দিকে তাকিয়ে আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও... **আমার প্রিয় মালিক**! আমাদের জন্য জান্নাতের আগুনকে শীতল করে দাও।

খোদায়ে গাফ্ফার বখশ দেয় আব, লাজে মাহবুব রাখহি লে আব,
হামারা গম খোয়ার ফিক্‌রে উম্মত মে দেখ আঁসু বাহা রাহা হে।

হে আমাদের মালিক! আমাদের দূর্বলতা এবং অলসতার তোমার সামনে দৃশ্যমান, **হে আল্লাহ**! গরমের দিনে দুপুরের রোদ আমরা সহ্য করতে পারিনা, তবে **মাওলায়ে করীম**! জাহান্নামের আগুন কিভাবে সহ্য করবো...**হে আল্লাহ**! এয়ারকন্ডিশন রুমে নরম নরম বিছানায়ও যদি কোন মশা কামড় দেয় তবে আমরা অধৈর্য হয়ে পড়ি তবে **হে আল্লাহ**! অন্ধকার কবরে বিচ্ছুর দংশন কিভাবে সহ্য করবো।

---

১. মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, আদনা আহলুল জান্নাতি সানযিলাতু ফিহা, ১০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪৮২।

www.dawateislami.net

ঢঙ্ক মাচ্ছর কা ভি মুঝ সে তো সাহা জা'তা নেহী,
কবর মে বিচ্ছু কে ঢঙ্ক কেয়সে সাহোঙ্গা ইয়া রব!
গর তু নারাজ হুয়া তো মেরী হালাকত হোগী,
হায় মে না'রে জাহান্নাম মে জলোঁঙ্গা ইয়া রব!
আফ'উ কর অউর সদা কে লিয়ে রাজি হো জা,
গর করম হোগা তো জান্নাত মে রাহোঙ্গা ইয়া রব!
গর তেরে পেয়ারে কা জ্বলওয়া না রাহা পেশে নযর,
সখতিয়াঁ নায'আ কি কিউঁকর মে সহোঙ্গা ইয়া রব!
নায'আ কে ওয়াক্ত মুঝে জ্বলওয়ায়ে মাহবুব দিখা,
তেরা কিয়া জায়ে গা মে শাদ মরোঙ্গা ইয়া রব!

হে অমুখাপেক্ষী প্রতিপালক! **তোমার** অসহায় ও নিঃস্ব বান্দা **তোমার** দরবারে নিজের অসহায়ত্ব এবং মুখাপেক্ষীতা স্বীকার করছি। **হে আল্লাহ**! তোমার সামনে কেইবা কোন কিছু লুকাতে পারে... **হে আল্লাহ**! **তুমি** তো অন্তরের অবস্থা সম্পর্কেও অবহিত... হে **মাওলা**! আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি, দুনিয়ার নিয়ম হলো যে, অপরাধ স্বীকারকারীকে সাজা শুনিয়ে দেয়া হয় কিন্তু তোমার রহমতের নিয়ম হচ্ছে অনন্য, যে তোমার দরবারে গুনাহ স্বীকার করে লজ্জিত হয়ে যায়, তার প্রতি তোমার রহমত জোশে চলে আসে... **হে আল্লাহ**! **তোমার মাহবুব**ও **তোমার** এই ইরশাদও আমাদের নিকট পৌঁছিয়েছেন যে, তুমি ইরশাদ করেছো: "سَبَقَتْ رَحْمَتِیْ غَضَبِیْ অর্থাৎ আমার রহমত আমার গজবকে পরিবেষ্টনকারী।"[১] তাই তো **হে আল্লাহ**! আমরা স্বীকার করছি যে, আমার কাজ করেছি **তোমার** কহর ও গজবকে উত্তেজিত করার মতো কিন্তু

১. মুসলিম, কিতাবুত তাওবা, বাবু ফি সা'তু رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى..., ১১২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৯৭০।

www.dawateislami.net

তোমার রহমত **তোমার** গযবকে পরিবেষ্টনকারী... **হে মাওলা**! তোমার নিকট **তোমার** কহর ও গযব থেকে নিরাপত্তা চাই। আমাদেরকে **তোমার** কহর ও গযব থেকে নিরাপত্তা দান করো... আমাদের উপর **তোমার** রহমতের চাদর আবৃত করে দাও... **প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওসীলায় আমাদের, আমাদের পিতামাতার এবং সকল মুসলমানের মাগফিরাত করে দাও...

سَبَقَتْ رَحْمَتِیْ عَلٰی غَضَبِیْ তু'নে জব সে সুনা দিয়া ইয়া রব!
আ'সরা হাম গুনাহগারোঁ কা অউর মযবুত হো গিয়া ইয়া রব!

হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা কুফরকে ঘৃণা করি... হে **মাওলা**! আমরা ইসলামকে ভালবাসি...আমরা দুনিয়ার সকল ধন দৌলত বর্জন করতে পারি, আমরা সবকিছুই দিতে পারি, নিজের প্রাণও দিতে পারি, **তোমার** শপথ! আমরা কাউকে ঈমান দিতে পারি না... **হে আল্লাহ**! আমাদের এই প্রেরণাকে দৃঢ় করে দাও এবং আমাদের ঈমানকে নিরাপদ রাখো... **মাওলা**! **মাহবুবের** জ্বলওয়ায় মদীনা মুনাওয়ারায় শাহাদত নসীব করো... জান্নাতুল বাক্বীতে আমাদের দাফনের ব্যবস্থা করো... **হে আল্লাহ**! আমাদের কবরকে মাহবুবের জ্বলওয়া দ্বারা সমৃদ্ধ করো... **হে মালিক**! হাশরের ময়দানেও **মাহবুবের** দয়াময় আঁচলে জায়গা নসীব করো... **মাহবুবের** শাফায়াত নসীব করো... পুলসিরাতে সহজতা দান করো... **হে আল্লাহ**! জান্নাতুল ফিরদাউসে তোমার **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিনা হিসাবে প্রতিবেশিত্ব দান করো।

হার ওয়াক্ত জাহাঁ সে কেহ উনহেঁ দেখ সাকোঁ মে,
জান্নাত মে মুঝে এ্যয়সি জাগা পেয়ারে খোদা দেয়।

মাওলা! তুমি অমুখাপেক্ষী, **তোমার** আমাদের ইবাদতের নিঃসন্দেহে কোন প্রয়োজন নেই কিন্তু **মাওলা**! আমাদের তোমার ইবাদতের প্রয়োজন রয়েছে। আমরা হলাম বান্দা, বান্দেগী করাই উচিৎ... **হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ**! মনকে নামাযের মধ্যে লাগিয়ে দাও... **হে মালিক**! আমাদেরকে **মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের জীবন্ত নমুনা বানিয়ে দাও... **হে মাওলা**! আমাদেরকে মিথ্যা, গীবত, চুগলী, ওয়াদা খেলাফী, গালি গালাজ, কুধারণা, অশ্লিল কথাবার্তা, অসৎ চরিত্র, কুদৃষ্টি এবং সকল প্রকার গুনাহ থেকে নিরাপদ রাখো... গুনাহের অভ্যাস চলে যাক... হে **রব্বে করীম**! **তোমার** দরবারে একটি বিশেষ প্রার্থনা... **হে আল্লাহ**! আমাদের খালি থলেতে ইশ্‌কে রাসূলের নেয়ামত ঢেলে দাও...

হে আমাদের মালিক! এখানে **তোমার** বান্দারা দোয়ার জন্য হাত উঠিয়েছে, এর মধ্যে কেউ বেচারা রুজির কারণে পেরেশান রয়েছে, **হে আল্লাহ**! সবাইকে হালাল রিযিকে প্রশস্ততা দান করো... অল্পেতুষ্টির দৌলত দ্বারা ধন্য করে দাও... **হে বিশ্বজগতের প্রতিকালক**! জানিনা কতযে ঋণগ্রস্থ বেচারা এসেছে যে, যাদের ঘুম উড়ে গেছে, **হে আল্লাহ**! তাদেরকে ঋণদাতা বিরক্ত করছে, সেই বেচারাদের অবস্থার প্রতি দয়া করে ঋণ আদায়ের জন্য অদৃশ্য থেকে ব্যবস্থা করে দাও... **মাওলায়ে করীম**! জানিনা কতযে রোগী এবং তাদের প্রতিনিধি এসেছে... **হে আল্লাহ**!

অনেক আশা নিয়ে এসেছে... **হে আল্লাহ! তোমার প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওসীলায়! ঐ সকল অসুস্থদের আরোগ্য দান করো... হে **মাওলা**! সেই রোগীদের এখান থেকে হাসিমুখে উঠাও... সকলের অসুস্থতা, অভাব, বেকারত্বতা, ঋণগ্রস্থতা, সন্তানহীনতা, মামলা মুকাদ্দমা এবং পারিবারিক অনৈক্য সমূহ দূর করে দাও।

হে বিশ্বজগতের মালিক! দা'ওয়াতে ইসলামীকে উত্তোরত্তোর উন্নতি দান করো, আমাদের মারকাযী মজলিশে শুরার সকল সদস্য ও নিগরান, অন্যান্য মজলিশের সদস্যবৃন্দ এবং নিগরান, সকল মুবাল্লিগ, মুয়াল্লিম, মুদাররিস, মুহিব্বিন এবং সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনের সমস্যাকে সমাধান করে দাও, **হে মালিক!** আমাদের সকলকে দ্বীন ও দুনিয়ার বরকত দ্বারা ধন্য করো।

কেহতে রেহতে হে দোয়া কে ওয়াস্তে বান্দে তেরে,
করদে পুরি আ'রযু হার বে-কসু মজবুর কি।

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا...

صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم صَلٰوةً وَّسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ...

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝ وَ سَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ...

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم...

www.dawateislami.net

সাহারায়ে মদীনা (বাবুল মদীনা করাচী) এর দোয়া প্রাথমিক অংশ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَللّٰهُمَّ ﴿رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (১) اَللّٰهُمَّ ﴿ رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ﴾ (২) اَللّٰهُمَّ ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَ اِسْرَافَنَا فِيْٓ اَمْرِنَا وَ ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴾ (৩) اَللّٰهُمَّ ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ۫ وَ اِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴾ (৪) اَللّٰهُمَّ ﴿رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ﴾ (৫) اَللّٰهُمَّ ﴿ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۫ اَنْتَ وَلِيّٖ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّ اَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ﴾ (৬) اَللّٰهُمَّ ﴿رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ ۖ رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَآءِ ۝ رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَ لِوَالِدَيَّ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ﴾ (৭) اَللّٰهُمَّ ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا﴾ (৮) اَللّٰهُمَّ ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ﴾ (৯) اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ (১০) يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ

---

১. (পারা ২, সূরা বাকারা, ২০১) ২. (পারা ২, সূরা বাকারা, ২৫০) ৩. (পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, ১৪৭) ৪. (পারা ৮, সূরা আ'রাফ, ২৩) ৫. (পারা ১৫, সূরা বনী ইসরাঈল, ২৪) ৬. (পারা ১৩, সূরা ইউসুফ, ১০১) ৭. (পারা ১৩, সূরা ইব্রাহিম, ৪০-৪১) ৮. (পারা ১৯, সূরা ফুরকান, ৭৪) ৯. (পারা ২৮, সূরা হাশর, ১০) ১০. আবু দাউদ, কিতাবুল বিতর, বাবু ফিল ইস্তিগফার, ২/১২৩, হাদীস নং-১৫২২।

www.dawateislami.net

قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ [১] اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ قَلْبٍ لَايَخْشَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَايُسْمَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ عِلْمٍ لَايَنْفَعُ اَعُذُبِكَ مِنْ هٰؤُلَاءِ الْاَرْبَعِ [২]

يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْن...! يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْن...! يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْن...! يَا رَبَّنَا...!

يَا رَبَّنَا...! يَا رَبَّنَا...! يَا رَبَّنَا...! يَا اللهُ...! يَا رَحْمٰنُ...! يَا رَحِيْمُ...!

হে অসুস্থদের **আরোগ্য দানকারী**...!!! হে আমরা গুনাহগারদের **দোষকে গোপনকারী**...!!! হে পেরেশান গ্রস্থদের **পেরেশানী দূরকারী**...!!! হে আমরা অপদস্থদের মাথায় **সম্মানের মুকুট সজ্জিতকারী**...!!! **তোমার** গুনাহগার পাপিষ্ট বান্দা উপস্থিত...!!!

করকে তাওবা ফির গুনাহ করতা হে জু, মে উহি আত্তার হোঁ করদো করম।

হে আল্লাহ! গুনাহের আবর্জনায় ভরা আমলনামা নিয়ে উপস্থিত হয়েছি... হাতও গুনাহের কারণে কালো, চেহারাও গুনাহের কালিতে কালো... **মাওলা**! অন্তরও কালো... প্রতিটি পশম গুনাহে আবৃত... **মাওলা**! আমাদের অন্তরের কঠোরতা বৃদ্ধি পেয়েই চলছে... হে **মাওলা**! আমাদের অবস্থা খুবই করুণ।

আহ! হার লমহা গুনাহ কি কসরত ও ভরমার হে
গালাবায়ে শয়তান হে অউর নফসে বদ আতওয়ার হে
মুজরিমোঁ কে ওয়াস্তে দোযখ ভি শো'লা বার হে
হার গুনাহ কসদান কিয়া হে উস কা ভি ইকরার হে
চুপকে লোগোঁ সে গুনাহোঁ কা রাহা হে সিলসিলা
তেরে আ'গে ইয়া খোদা! হার জুরম কা ইযহার হে

১. তিরমিযী, কিতাবুল কদর, বাবু মা'জা আন্নাল কুলুব..., ৪/৫৫, হাদীস নং-২১৪৭। ২. তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, ৬৯/২৯৩, হাদীস নং-৩৪৯৩।

www.dawateislami.net

শবে বরাতের দোয়ার প্রাথমিক অংশ

বে ওয়াফা দুনিয়া পে মত করা এ'তেবার
তু আচানক মওত কা হোগা শিকার
মওত আ'কর হি রাহেগী ইয়াদ রাখ!
জান জা'কর হি রাহেগী ইয়াদ রাখ!
গর জাহাঁ মে সো বরস জী ভি লে
কবর মে তানহা কিয়ামত তক রাহে
কবর রোজানা ইয়ে করতি হে পুকার
মুঝ মে হে কীড়ে মকোড়ে বেশুমার
ইয়াদ রার্খ মে হোঁ আন্ধেরী কোটরী
তুঝ কো হোগী মুঝ মে সুন! ওয়াহশাত বড়ী
মেরে আন্দর তো একেলা আয়ে গা
হাঁ! মগর আ'মাল লে'তা আয়েগা
ঘুপ আন্ধেরী কবর মে জব জায়েগা
বে আমল! বে ইন্তেহা ঘাবড়ায়ে গা
কাম মাল ও যর নেহী কুছ আয়েগা
গাফিল ইনসাঁ! ইয়াদ রাখ পচতায়েগা
কবর মে তেরা কাফন ফাট জায়েগা
ইয়াদ রাখ! নাজুক বদন ফাট জায়েগা
সাপ বিচ্ছু কবর মে গর আ'গেয়ে
কিয়া করেগা বে আমল গর ছা গেয়ে
গোরে নিকাঁ বাগ হোগী খুলদ কা
মুজরিমোঁ কি কবর দোযখ কা গাড়া
করলে তাওবা রব কি রহমত হে বড়ি
কবর মে ওয়ারনা সাজা হোগী কড়ী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শবে বরাত হলো মুক্তির রাত... অসুস্থতা থেকে মুক্তির রাত... অভাব অনটন থেকে মুক্তির রাত... মৃত্যুর কঠোরতা থেকে মুক্তির রাত... কবরের আযাব থেকে মুক্তির রাত... কবরের অন্ধকার থেকে মুক্তির রাত... কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে মুক্তির রাত... দোযখের ধ্বংসলীলা থেকে মুক্তির রাত... গুনাহের রোগ থেকে মুক্তির রাত... **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন শা'বানের পনেরতম রাত (শবে বরাত) আসে তবে সেই রাতে কিয়াম করো এবং দিনে রোযা রাখো। কেননা **আল্লাহ তায়ালা** সূর্যাস্তের পর থেকে দুনিয়ার আসমানে বিশেষ তাজাল্লি দান করেন এবং ঘোষনা করতে থাকেন যে, কেউ কি আছো ক্ষমা প্রার্থনাকারী! আমি তাকে ক্ষমা করে

দিই? কেউ কি আছো রুজি অন্বেষণকারী! আমি তাকে রুজি দিই? কেউ কি আছো বিপদগ্রস্ত! আমি তাকে মুক্তি দিই? এমন কি কেউ আছো! এমন কি কেউ আছো! এরূপ আহ্বান করা হতে থাকে এমনকি ফযর উদিত হয়ে যায়।[১] অনুরূপভাবে আজকের রাতে **আল্লাহ তায়ালা** রহমতের আহ্বান করে থাকেন... **তাঁর** রহমত তো আমাদের প্রতি ধাবিত কিন্তু আহ! আমরা প্রার্থনা করার পদ্ধতি জানিনা... হে নিজের আখিরাতে কল্যাণকামী ইসলামী ভাইয়েরা! বিনীতভাবে সম্ভব হলে কেঁদে কেঁদে **আল্লাহ তায়ালা**র রহমত প্রার্থনা করে নিন... হ্যাঁ! হ্যাঁ! আজ ঐ রাত, যেই রাতে রহমতের তিনশটি দরজা খুলে দেয়া হয়।[২] আসুন! **আল্লাহ তায়ালা**র রহমত অর্জনে একত্রে দোয়া প্রার্থনা করি।

শবে কদরের দোয়ার প্রাথমিক অংশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কিছুদিন পূর্বের কথা, প্রত্যেকের মুখে এই কথাটি ছিলো যে, অতিশীঘ্রই রমযান শরীফের আগমন ঘটবে, অতঃপর আসলেই নিজের সাথে রহমত ও বরকত নিয়ে হিলালে রমযান আকাশে প্রকাশিত হয়ে গেলো... চারিদিকে খুশির ঢেউ খেলে গেলো, প্রত্যেক মুসলমান আনন্দিত হয়ে গেলো, মসজিদে পরিপূর্ণতা এসে গেলো, ইফতারের আসর সাজতে লাগলো... চারিদিকে আলোই আলো হয়ে গেলো, নামাযীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলো, এই খুশির দিন খুবই দ্রুততার সহিত অতিবাহিত হয়ে গেলো... আর আহ! এখন সাতাইশতম রাত এসে গেছে... এখন রমযান মাস আর মাত্র তিন বা চারদিন অবশিষ্ট আছে।

---

১. ইবনে মাজাহ, কিতাবু ইকামাতুস সালাত, বাবু মাজা ফি লাইলাতু নিসফুশ শা'বান, ২/১৬০, হাদীস নং-১৩৮৮।
২. নুযহাতুল মাজালিস, বাবু ফদলে শা'বান ওয়া ফদলে সালাতুত তাসবীহ, ১/২১০।

www.dawateislami.net

তাই যারা রমযানের গুরুত্বদানকারী ছিলো, আগমনে খুশি হয়ে গিয়েছিলো আর এখন যতই রমযানের বিদায়ের সময় সন্নিকটে আসছে আশিকে রমযানের অন্তর ডুবে যাচ্ছে... দুঃখের কালো মেঘ ছেয়ে যাচ্ছে, রমযানে বিরহে কাতর হয়ে এবং রমযানের বিচ্ছেদে কেউ আল বিদা বললো, অশ্রুসিক্ত হয়ে এই আলবিদাকে অন্তরের কান দিয়ে শুনুন এবং নিজের মাঝে আফসোসের অবস্থা সৃষ্টি করুন...

আহ! কিয়া মাহে মুবারক হাম সে হোতা হে জুদা,
আহ! কেয়সা মান্বায়ে বারাকাত দুনিয়া সে চলা।
আহ! জব ইস মে নেহী হাম সে হোয়ী তা'কত আদা,
ফির ওয়াদা ইস কো না কিউঁ রো রো কারে এয়সা বাজা।
আল ওয়াদা আল ওয়াদা এ্যয় মাহে গোফরাঁ! আল ওয়াদা,
হাসরতা ও হাসরতা এ্যয় মাহে রমযাঁ আল ওয়াদা।

اَلْوَدَاع اَلْوَدَاع يَا شَهْرَ رَمَضَان ... اَلْفِرَاق اَلْفِرَاق يَا شَهْرَ غُفْرَان ... اَلْوَدَاع اَلْوَدَاع يَا شَهْرَ
تَرَاوِيح ... اَلْفِرَاق اَلْفِرَاق يَا شَهْرَ تَرَاوِيح ... اَلْوَدَاع اَلْوَدَاع يَا شَهْرَ رَمَضَان ... اَلْفِرَاق
اَلْفِرَاق يَا شَهْرَ رَمَضَان ... اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

হে রব্বে মুস্তফা! তুমি তোমার দয়া ও অনুগ্রহে আমাদের রমযান মাস দান করেছো, যার প্রতিটি মুহূর্ত রহমতপূর্ণ... প্রতি মুহূর্তেই নেকীর বার্তা... রহমতের রিমঝিম বর্ষণ... জান্নাতের দরজা সব খুলে গেছে... দোযখে তালা ঝুলছে... শয়তানকেও বন্দি করে নেয়া হয়েছে... অধিকহারে বরকত ও রহমত অবতীর্ণ হয়েছে... আহ! আমরা উদাসীন লোকেরা তবুও রমযান মাসের রহমতের অংশীদার হতে পারিনি...

আফসোস! রমযান মাসের গুরুত্ব দিতে পারিনি, নেকীর প্রতিদান ও সাওয়াব অনেক বেশি বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে কিন্তু হায় আফসোস! নেকী করতে পারিনি, অবশেষে আজ সাতাইশতম রাত এসে গেছে... বাইরে তো খুবই ভাল দেখা যাচ্ছে, ভিতরে সেই ময়লা আবর্জনায় ভরা, কালোবর্ণ... **হে পরওয়ারদিগার!** জিব্রাইল আমীন عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام দোয়া করেছেন, যে রমযানকে পেলো কিন্তু নিজের ক্ষমা করাতে পারলো না, তবে তার নাক ধূলামলিন হয়ে যাক, সেই ব্যক্তি ধ্বংস হয়ে যাক, **রাহমাতুল্লিল আলামিন** হওয়ার পরও **আমাদের আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমীন বলে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন...[১] তবে নিশ্চয় যে রমযান পাওয়ার পরও মাগফিরাত ও ক্ষমা থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে, সে ধ্বংস ও বিনাশ হলো... **হে মালিকে করীম**! আমরা আমাদের মাগফিরাতের জন্য কোন সরঞ্জাম অর্জন করিনি। **হে পরওয়ারদিগার**! যদি আমাদের মাগফিরাত না হয় তবে আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো... **হে মালিকে করীম**! **হে রাসূলে করীমের পরওয়ারদিগার**! তোমাকে তোমার **দয়ালু মাহবুবের** ওয়াসেতা, আমাদের মাগফিরাত করে দাও... **হে রব্বে করীম**! আমরা রহমতের দশদিন উদাসিনতায় অতিবাহিত করেছি, মাগফিরাতের দশদিনও চলে গেছে, এখন জাহান্নাম থেকে মুক্তির দশদিনও চলে যাচ্ছে, **হে আল্লাহ**! আমরা দূর্বলদের প্রতি দয়া করো... **হে পরওয়ারদিগার**! তোমাকে তোমার মাহবুবের পবিত্র অশ্রুর সদকা, আমাদের জন্য জাহান্নামের আগুনকে শীতল করে দাও...

১. কানযুল উম্মাল, কিতাবুস সাওম, বাবু ফদলে ফি ফযীলাহু..., ৮ম অংশ, ৪/২৭০, হাদীস নং-২৪২৯০।

www.dawateislami.net

আরাফাতের ময়দানের দোয়ার প্রাথমিক অংশ

মে মক্কে মে ফির আ'গেয়া ইয়া ইলাহী! করম কা তেরে শুকরিয়া ইয়া ইলাহী!
না কর রদ কোয়ী ইলতিজা ইয়া ইলাহী! হো মকবুল হার ইক দোয়া ইয়া ইলাহী!
রাহে যিকির আটো পাহার মেরে লব পর, তেরা ইয়া ইলাহী তেরা ইয়া ইলাহী!
মেরী জীন্দেগী বস তেরে বন্দেগী মে, হি এ্যয় কাশ গুযরে সদা ইয়া ইলাহী!
না হোঁ আশক বরবাদ দুনিয়া কে গম মে, মুহাম্মদ কে গম মে রুলা ইয়া ইলাহী!
আতা করদে ইখলাস কি মুঝ কো নেয়ামত, না নযদিক আয়ে রিয়া ইয়া ইলাহী!
মুঝে আউলিয়া কি মুহাব্বাত আতা কর, তু দিওয়ানা কর গাউছ কা ইয়া ইলাহী!
মে ইয়াদে নবী মে রাহোঁ গুম হামেশা, মুঝে উন কে গম মে ঘুলা ইয়া ইলাহী!
মেরে বা'ল বাচ্ছোঁ পে সারে কাবিলে, পে রহমত হো তেরী সদা ইয়া ইলাহী!
দেয় আত্তারীউঁ বলকে সব সুন্নিউঁ কো, মদীনে কা গম ইয়া খোদা ইয়া ইলাহী!
খোদায়া! আজল আ'কে সরপর কড়ী হে, দিখা জলওয়ায়ে মুস্তফা ইয়া ইলাহী!
মেরী লাশ সে সাঁপ বিচ্ছু না লেপটেঁ, করম আয তুফেইলে রযা ইয়া ইলাহী!
তু আত্তার কো সবজ গুম্বদ কে সায়ে, মে কর দেয় শাহাদত আতা ইয়া ইলাহী!

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْن...! يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْن...! يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْن...!

يَارَبَّنَا...! يَارَبَّنَا...! يَارَبَّنَا...! يَارَبَّنَا...! يَارَبَّنَا...!

হে রব্বে মুস্তফা...! **হে রব্বে** ইব্রাহিম ও ইসমাইল...! তোমার সাত্যিকার খলিল হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام আমাদেরকে হজ্বের দাওয়াত দিয়েছেন এবং **হে আল্লাহ**! আমরা লাব্বাইক বললাম আর আজ **তোমার** খলিলের দাওয়াতে আমরা **তোমার** মেহমান হয়ে আরাফাতের ময়দানে সমবেত হয়েছি... **হে মালিক ও মাওলা**! দুনিয়ায় নিয়ম হলো যে, মেজবান (নিমন্ত্রণকারী) তার মেহমানদের (অতিথিদের) খুশি করে, **হে আল্লাহ**! আমরা তোমার মেহমান... **হে আমাদের মালিক**!

আমাদেরকে বঞ্চিত করোনা... **হে আল্লাহ!** **হে আল্লাহ!** আজ যেমনিভাবে আমরা আরাফাতের ময়দানে **তোমার** মেহমান হয়েছি... তেমনিভাবে জান্নাতেও মেহমান বানাও...

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ ... لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ ... لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ

☆☆☆☆☆

ইজতিমায়ে মিলাদে কৃত দোয়ার প্রাথমিক অংশ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ... اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ... اَللّٰهُمَّ مَا اَصْبَحَ بِيْ مِنْ نِّعْمَةٍ، اَوْ بِاَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ، فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ، وَلَكَ الشُّكْرُ... لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ.... اَللّٰهُمَّ بَلِّغْنَا رَمَضَانَ بِالصِّحَّةِ وَالْعَافِيَةِ...

ইয়া রব্বে মুস্তফা! বাতুফাইলে মুস্তফা! তোমার মাহবুবের ভালবাসায় জশনে বিলাদত উদযাপন করার জন্য আশিকানে রাসূল সমবেত হয়েছে, **মাওলা!** সবার উপস্থিতি কবুল করে নাও... **মাওলা!** আমরা গুনাহগার, পাপিষ্ঠ কিন্তু **মাওলা! তোমাকে** ভালবাসি, **তোমার**

www.dawateislami.net

হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের উপর আমল করা হয় না, কিন্তু **তোমার মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অবশ্যই ভালবাসি, **মাওলা!** তুমি যদি শুধু নেককারদেরই দয়া করো তবে আমরা গুনাহগাররা কার দরজায় যাবো, **মাওলা**! জশনে বিলাদতের সদকা, মুখলিসদের ওয়াসেতা! আমাদের মাগফিরাত করে দাও... সত্যিকার আশিকে রাসূলের ওয়াসেতা! আমরা অপূর্ণদেরকে কবুল করে নাও... **হে আল্লাহ**! মন্দ মৃত্যুকে ভয় হয়, মাওলা! আমাদেরকে উত্তম মৃত্যু দান করো... **হে আল্লাহ**! আমরা নেককার হতে চাই কিন্তু নফস ও শয়তান নেক হতে দিচ্ছেনা, **মাওলা**! জশনে বিলাদতের সদকা, আমাদেরকে নেক মুত্তাকী পরহেযগার বানিয়ে দাও... শত্রুর কুদৃষ্টি সারা বিশ্বে ইসলামের প্রতি লেগে রয়েছে, **মাওলা**! সারা বিশ্বে একতা ও ঐক্য সৃষ্টি করে দাও... মুসলমানদের নেক ও এক বানিয়ে দাও...

✡✡✡✡✡

গেয়ারভী শরীফের ইজতিমায় কৃত দোয়ার প্রাথমিক অংশ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

হে আল্লাহ! **তোমার** দয়ায় আমাদের আরো একবার **তোমার** মকবুল বান্দা, **তোমার** অলী এবং আমাদের গাউছে পাক সায়্যিদ শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর গেয়ারভী শরীফ নসীব হলো... গাউছে পাকের ইসালে সাওয়াবের জন্য যা কিছু ভুল ভ্রান্তিতে ভরা ইবাদত করতে পেরেছি, তা মুখলিসদের সদকায় কবুল করে নাও... **হে আল্লাহ**! মুর্শিদী গাউছে আযমের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে মাগফিরাত করে

www.dawateislami.net

দাও...মৃত্যুর সময় তোমার **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরও জ্বলওয়া যেনো পাই...খোলাফায়ে রাশেদীনেরও জ্বলওয়া যেনো পাই...সাহাবায়ে কিরামেরও যিয়ারত যেনো হয়...আমাদের মুর্শিদে করীম গাউছে আযমেরও জ্বলওয়া যেনো পাই... আ'লা হযরতেরও জ্বলওয়া যেনো পাই...সায়্যিদী কুতবে মদীনাও যেনো থাকে...আউলিয়াদের দলও যেনো থাকে...আহ! তাদের জ্বলওয়ায় যেনো আমাদের রূহ কবয হয়...প্রিয় মদীনায় শাহাদতের সৌভাগ্য যেনো নসীব হয়...জান্নাতুল বাক্বীতের যেনো আমাদের সমাধী হয়...জান্নাতুল ফিরদাউসে তোমার **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশীত্ব যেনো নসীব হয়...

✡✡✡✡✡

মুফতীয়ে দা'ওয়াতে ইসলামীর জানাযার পরের দোয়ার প্রাথমিক অংশ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

হে রব্বে মুস্তফা! আমাদের সকলের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দাও... **হে আল্লাহ**! আমাদের সকলকে মাগফিরাত করে দাও... **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সকল উম্মতকে মাগফিরাত করো... **হে আল্লাহ**! মরহুম মুফতী মুহাম্মদ ফারুক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে মাগফিরাত করো... **হে আল্লাহ**! শীঘ্রই কবরের একাকিত্বে তাকে একা রেখে দেয়া হবে... **হে আল্লাহ**! আমাদের হাজি ফারুকের কবরে রহমত ও সন্তুষ্টির

www.dawateislami.net

ফুল বর্ষন করো... **হে আল্লাহ**! কবরের ভয়াবহতা এবং সংকীর্ণতা দূর করে দাও, তাকে কবরে নিরাপত্তা নসীব করো... **হে আল্লাহ**! কবর অপরাধীদেরকে এমনভাবে চাপ দেয় যে, হাঁড়গোঁড় ভেঙ্গেচুরে একটি অপরটির সাথে মিশে যায় কিন্তু তোমার নেক বান্দাদেরকে এমনভাবে চাপ দেয়, যেমন মা তার হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে।[১] **হে আল্লাহ**! আমরা তোমার নিকট রহমতের আবেদন করছি যে, আমাদের ফারুক ভাইয়ের কবর যেনো এভাবে চাপ দেয়, যেভাবে মা তার হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে স্নেহ মমতায় ভরা কোলে লুকিয়ে নেয়, নিজের বুকের সাথে লাগিয়ে নেয়... **হে মাওলা**! মরহুমের কবরকে দৃষ্টি সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দাও... **হে আল্লাহ!** আমার ফারুকের যেনো কোন কষ্ট না হয়, **হে আল্লাহ!** আমার ফারুকের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দাও... **হে আল্লাহ!** আমার ফারুকের কবরে যেনো ভয় না হয়, আতঙ্ক না হয়, অসুবিধা যেনো না হয়... **হে আল্লাহ!** আমার ফারুককে **তোমার প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জ্বলওয়ায় মত্ত করে দিও... **হে আল্লাহ! প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী চেহারা ওয়াসেতা, আমার ফারুকের কবরকে আলোকিত করে দাও... **হে প্রিয় আল্লাহ!** আমার ফারুককে ক্ষমা করে দাও... **তোমাকে তোমার হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওয়াসেতা... রাসূলগণের ওয়াসেতা... সাহাবাদের ওয়াসেতা... তাবেঈনদের ওয়াসেতা... সায়্যিদুশ শুহাদা ইমাম হোসাইনের ওয়াসেতা... সায়্যিদুনা আব্বাস আলমদারের ওয়াসেতা... আলী আকবর ও আলী আসগরের ওয়াসেতা... কারবালার সকল শহীদ ও বন্দিদের ওয়াসেতা,

১. বাহারে শরীয়ত, ১/১০৫।

www.dawateislami.net

আমার ফারুকের কবরকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দাও...**হে আল্লাহ!** সে আলিমে দ্বীন ছিলো, সে **তোমার** দ্বীনের যে খেদমত করেছে, কবুল করে নাও...হে মাওলা! এই বেচারা পূর্ণ যৌবনেই আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে গেছে... হে **দয়ালূ মাওলা**! **তোমার** রহমতে সমর্পন করলাম... **হে আল্লাহ!** তোমার রহমতে সমর্পন করলাম... **হে আল্লাহ**! তোমার রহমতে সমর্পন করলাম... **মাওলা**! আমার গাউছে পাকের ওয়াসেতা! আমার ফারুকের প্রতি দয়া করো... আমার আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁনের ওয়াসেতা... আমার পীর ও মুর্শিদ সায়্যিদী কুতবে মদীনা যিয়াউদ্দীন মাদানীর ওয়াসেতা! আমার ফারুকের প্রতি দয়া করো... তাকে রহমতের ছায়ায় জায়গা দাও... তার কবরে রহমতের ছাউনি হয়ে যাক... **হে আল্লাহ!** তার ফয়েয ও বরকত কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত রাখো... **হে আল্লাহ**! সবাইকে ঈমানের নিরাপত্তা নসীব করে দাও... আমাদের সবাইকে মদীনা মুনাওয়ারায় সবুজ গম্বুজের পাশে **মাহবুবের** জ্বলওয়ায় শাহাদত নসীব করে দাও...জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে **তোমার প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশিত্ব দান করে দাও... **হে বিশ্বজগতের মালিক**! আমার ফারুককেও **প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জান্নাতে প্রতিবেশিত্ব দান করো... **হে আল্লাহ!** তার পরিবার পরিজনকে, তার বন্ধু বান্ধবকে এবং **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মারকাযী মজলিশে শুরাকে অফুরন্ত ধৈর্য দান করে দাও এবং সেই ধৈর্যের প্রতিদানও দান করো... **হে মালিক**! তার পরিবার পরিজনদের অভিযোগ অনুযোগ থেকে রক্ষা করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

মাদানী মুযাকারার শেষে প্রার্থনাকৃত দোয়া

ইয়া রব্বে মুস্তফা! আজকের মাদানী মুযাকারা এবং এই পর্যন্ত আমার নিকট বিদ্যমান নেকী ও উপস্থিতি ও দর্শকদের পক্ষ থেকে আমাকে ইছালে সাওয়াব করা নেকী সমূহের সাওয়াব **তোমার** দরবারে পেশ করছি, কবুল করে নাও... **হে রব্বে করীম**! এই সাওয়াব আমাদের পড়ার উপযুক্ত নয় বরং **তোমার** রহমতের উপযুক্ত করে দান করো, আমাদের পক্ষ থেকে **তোমার প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রদান করো। **রাহমাতুল্লিল আলামিন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওসীলায় এদেরও সাওয়াব পৌঁছাও...

সকল আম্বিয়া ও রাসূলগণ... খোলাফায়ে রাশেদীন... উম্মাহাতুল মুমিনিন... সকল সাহাবা ও তাবেঈন এবং তাবে তাবেঈন... আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীন... ওলামায়ে কামেলীন... মাশায়িকে আমিলিন... মুফাসসিরীন... মুহাদ্দিসীন... সকল বুযুর্গানে দ্বীন... সকল মুমিনাত ও মুমিনিন... মুসলিমাত ও মুসলিমিন, বিশেষকরে তাদের প্রতি এর সাওয়াব পৌঁছাও... প্রিয় নবীর পিতামাতা... হাসনাঈনে করীমাঈন, কারবালার শহীদ ও বন্দি... সকল সম্মানিত আহলে বাইতগণ... ইমামে আযম... গাউছে আযম... ইমাম গাযালী... গরীবে নেওয়াজ... আ'লা হযরত... সদরুশ শরীয়া... কুত্বে মদীনা... সদরুল আফাযিল... মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন... মুফতীয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**... হাজি মুশতাক... হাজি যমযম রযা... সকল মরহুম মুবাল্লিগ ও মুবাল্লিগা এবং মাদানী ইনআমাতের আমলকারী ও আমলকারীনী।

www.dawateislami.net

ইয়া আল্লাহ! আমাদের সকলের গুনাহ ক্ষমা করে দাও... **মাওলা**! আমাদের বিনা হিসাবে মাগফিরাত করে দাও... **ইয়া আল্লাহ**! বয়সের সীমা পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আহ! গুনাহের অভ্যাস পিছু ছাড়ছে না, **মাওলা**! এমন দয়া করো যেনো গুনাহের অভ্যাস দূর হয়ে যায়... **মাওলা**! এমন দয়া করো যেনো নেকীর অভ্যাস হয়ে যায়... **ইয়া আল্লাহ**! যখন **তোমার** দরবারে উপস্থিত হবো তখন যেনো আমাদের নিকট কোন গুনাহ না থাকে... **হে আল্লাহ!** নিঃসন্দেহে আমাদের মাঝে আযাব সহ্য করার ক্ষমতা নেই, **মাওলা**! দয়া করো এবং আমাদের কবরকে সাপ ও বিচ্ছুর আবাসস্থল হওয়া থেকে বাচিঁয়ে নাও... **মাওলা**! আমাদের কবর যেনো **তোমার মাহবুবের** নূর দ্বারা আলোকিত থাকে... **হে বিশ্বজগতের প্রতিপালক**! যেই যেই ইসলামী ভাই দোয়ার জন্য বলেছে তাদের সকলের জায়িয আশাগুলোর উপর রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করো।

কেহতে রেহতে হে দোয়া কে ওয়াস্তে বান্দে তেরে,
করদে পুরি আ'রযু হার বে কস ও মজবুর কি।

www.dawateislami.net

চল্লিশটি কোরআনী দোয়া

১. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ﴿۱۲۷﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পক্ষ থেকে গ্রহণ করো নিশ্চয় তুমিই শ্রোতা, জ্ঞাতা। (পারাঃ ১, সূরাঃ বাকারা, আয়াতঃ ১২৭)

২. رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَیْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِنَاۤ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۠ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَیْنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ ﴿۱۲۸﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে আমাদের প্রতিপালক! এবং আমাদেরকে তোমারই সামনে গর্দান অবনতকারী এবং আমাদের বংশধরদের মধ্যে থেকে একটা উম্মতকে তোমারই অনুগত করো, আমাদেরকে আমাদের ইবাদতের নিয়ম-কানুন বলে দাও এবং আমাদের প্রতি আপন অনুগ্রহ সহকারে দৃষ্টিপাত করো, নিশ্চয় তুমিই অত্যন্ত তাওবা কবুলকারী, দয়ালু। (পারাঃ ১, সূরাঃ বাকারা, আয়াতঃ ১২৮)

৩. رَبِّ اجْعَلْنِیْ مُقِیْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّیَّتِیْ ۖۗ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ﴿۴۰﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে নামায কায়েমকারী রাখো এবং আমার কিছু বংশধরকে, **হে আমাদের প্রতিপালক!** আমার প্রার্থনা কবুল করে নাও। (পারাঃ ১৩, সূরাঃ ইব্রাহীম, আয়াতঃ ৪০)

৪. رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَاۤ اِنْ نَّسِیْنَاۤ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে পাকড়াও করো না, যদি আমরা বিস্মৃত হই কিংবা ভুল করি।

(পারাঃ ৩, সূরাঃ বাকারা, আয়াতঃ ২৮৬)

www.dawateislami.net

৫. رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۟ وَاغْفِرْ لَنَا ۟
وَارْحَمْنَا ۟ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۲۸۶﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে আমাদের প্রতিপালক! এবং আমাদের উপর ঐ বোঝা অর্পণ করো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই এবং আমাদের পাপ মোচন করো, আমাদেরকে ক্ষমা করো, আর আমাদের উপর দয়া করো। তুমি আমাদের মুনিব, সুতরাং কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করো। **(পারাঃ ৩, সূরাঃ বাকারা, আয়াতঃ ২৮৬)**

৬. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا
وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿۸﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের অন্তর বক্র করো না এরপর যে, তুমি আমাদেরকে হিদায়ত প্রদান করেছো এবঙ আমাদেরকে তোমার নিকট থেকে রহমত দান করো, নিশ্চয় তুমি হও মহান দাতা। **(পারাঃ ৩, সূরাঃ আলে ইমরান, আয়াতঃ ৮)**

৭. رَبَّنَآ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿۹﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে আমাদের প্রতিপালক! নিঃসন্দেহে তুমি সমস্ত মানুষকে একত্রে সমাবেশকারী, সে দিনের জন্য যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই, নিঃসন্দেহে **আল্লাহ**র প্রতিশ্রুতি পরিবর্তিত হয় না।

(পারাঃ ৩, সূরাঃ আলে ইমরান, আয়াতঃ ৯)

৮. رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿۵۳﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা সেটার উপর ঈমান এনেছি, যা তুমি অবতরণ করেছো এবং রাসূলের অনুসারী হয়েছি, সুতরাং আমাদেরকে সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদানকারীদের মধ্যে লিপিবদ্ধ করো। (পারাঃ ৩, সূরাঃ আলে ইমরান, আয়াতঃ ৫৩)

৯. رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْٓ اَمْرِنَا

وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۴۷﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে আমাদের প্রতিপালক! ক্ষমা করো আমাদের গুনাহ এবং যেসব সীমালংঘন আমরা আমাদের কাজের মধ্যে করেছি এবং আমাদের পদ অবিচল করো এবং আমাদেরকে এ কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য করো। (পারাঃ ৪, সূরাঃ আলে ইমরান, আয়াতঃ ১৪৭)

১০. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۱۹۱﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এটা নিরর্থক সৃষ্টি করোনি, পবিত্রতা তোমারই। সুতরাং আমাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা করো। (পারাঃ ৪, সূরাঃ আলে ইমরান, আয়াতঃ ১৯১)

১১. رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿۱۹۲﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমি যাকে দোযখে নিয়ে যাবে তাকে নিশ্চয় তুমি লাঞ্ছনা দিয়েছো এবং অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। (পারাঃ ৪, সূরাঃ আলে ইমরান, আয়াতঃ ১৯২)

www.dawateislami.net

১২. رَبَّنَاۤ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِیًا یُّنَادِیْ لِلْاِیْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۚ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক আহ্বানকারীকে (এরূপ আহ্বান করতে) শুনেছি, যিনি ঈমান আনার জন্য আহ্বান করেন, আপন প্রতিপালকের উপর ঈমান আনো, সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি। **(পারাঃ ৪, সূরাঃ আলে ইমরান, আয়াতঃ ১৯৩)**

১৩. رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَ كَفِّرْ عَنَّا سَیِّاٰتِنَا وَ تَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ﴿۱۹۳﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে আমাদের প্রতিপালক! সুতরাং আমাদের গুনাহ ক্ষমা করো, মন্দ কর্মগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দাও এবং আমাদের মৃত্যু নেককাদের সাথে করো। **(পারাঃ ৪, সূরাঃ আলে ইমরান, আয়াতঃ ১৯৩)**

১৪. رَبَّنَا وَ اٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَ لَا تُخْزِنَا یَوْمَ الْقِیٰمَةِ ؕ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِیْعَادَ ﴿۱۹۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে আমাদের প্রতিপালক! এবং আমাদেরকে প্রদান করো সেটা, যা তুমি আমাদেরকে প্রদান করার ওয়াদা করেছো আপন রাসূলগণের মারফত এবং আমাদেরকে কিয়ামতের দিন অপমানিত করো না। নিঃসন্দেহে তুমি ওয়াদা ভঙ্গ কর না।

(পারাঃ ৪, সূরাঃ আলে ইমরান, আয়াতঃ ১৯৪)

১৫. رَبَّنَاۤ اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِیْنَ ﴿۸۳﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং আমাদেরকে সত্যের সাক্ষীগণের মধ্যে লিপিবদ্ধ করে নাও। **(পারাঃ ৭, সূরাঃ মায়ীদা, আয়াতঃ ৮৩)**

১৬. رَبِّ زِدْنِیْ عِلْمًا ﴿۱۱۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞান বেশি দাও। (পারাঃ ১৬, সূরাঃ তোয়াহা, আয়াতঃ ১১৪)

১৭. رَبَّنَا ظَلَمْنَاۤ اَنْفُسَنَا ۫ وَ اِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ ﴿۲۳﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, সুতরাং যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না করো এবং আমাদের প্রতি দয়া না করো, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হবো। (পারাঃ ৮, সূরাঃ আরাফ, আয়াতঃ ২৩)

১৮. رَبَّنَا افْتَحْ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَ اَنْتَ خَیْرُ الْفٰتِحِیْنَ ﴿۸۹﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের মধ্যে এবং আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্য ফয়সালা করে দাও এবং তোমার ফয়সালাই সর্বাপেক্ষা উত্তম। (পারাঃ ৯, সূরাঃ আরাফ, আয়াতঃ ৮৯)

১৯. رَبَّنَاۤ اَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِیْنَ ﴿۱۲۶﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর ধৈর্য বর্ষণ করো এবং আমাদেরকে মুসলমানরূপে উঠাও।

(পারাঃ ৯, সূরাঃ আরাফ, আয়াতঃ ১২৬)

২০. رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِیْنَ ۙ﴿۸۵﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে অত্যাচারী লোকদের জন্য পরীক্ষার পাত্র করো না। (পারাঃ ১১, সূরাঃ ইউনুস, আয়াতঃ ৮৫)

www.dawateislami.net

২১. رَبَّنَآ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِیْ وَمَا نُعْلِنُ ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি জানো যা আমরা গোপন করি এবং যা প্রকাশ করি। (পারা: ১৩, সূরা: ইব্রাহীম, আয়াত: ৩৮)

২২. رَبَّنَا اغْفِرْ لِیْ وَلِوَالِدَیَّ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ یَوْمَ یَقُوْمُ الْحِسَابُ ﴿۴۱﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করো এবং আমার মাতা-পিতাকে ও সমস্ত মুসলমানকে, যে দিন হিসাব কায়েম হবে। (পারা: ১৩, সূরা: ইব্রাহীম, আয়াত: ৪১)

২৩. رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَیِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ﴿۱۰﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে তোমার নিজ থেকে অনুগ্রহ দান করো এবং আমাদের কাজ-কর্মে আমাদের জন্য সঠিক পথ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করো। (পারা: ১৫, সূরা: কাহফ, আয়াত: ১০)

২৪. رَبَّنَآ اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ یَّفْرُطَ عَلَیْنَآ اَوْ اَنْ یَّطْغٰی ﴿۴۵﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় আমরা আশংকা করছি যে, সে আমাদের উপর সীমা লংঘন করবে অথবা অন্যায় আচরণ সহকারে অগ্রসর হবে। (পারা: ১৬, সূরা: তোয়াহা, আয়াত: ৪৫)

২৫. رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَیْرُ الرّٰحِمِیْنَ ﴿۱۰۹﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করো এবং আমাদের উপর দয়া করো, আর তুমি সর্বাপেক্ষা অধিক দয়ালু। (পারা: ১৮, সূরা: মুমিনুন, আয়াত: ১০৯)

www.dawateislami.net

২৬. رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দিক থেকে ফিরিয়ে দিন জাহান্নামের শাস্তিকে, নিশ্চয় সেটার শাস্তি হচ্ছে গলার শৃঙ্খল। (পারাঃ ১৯, সূরাঃ ফোরকান, আয়াতঃ ৬৫)

২৭. رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দান করো, আমাদের স্ত্রীগণ এবং আমাদের সন্তান-সন্ততি থেকে চক্ষু সমূহের শান্তি এবং আমাদেরকে পরহেযগারদের আদর্শ করো।

(পারাঃ ১৯, সূরাঃ ফোরকান, আয়াতঃ ৭৪)

২৮. رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٧﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার দয়া ও জ্ঞান সবকিছুকেই পরিবেষ্টিত করে রেখেছে, সুতরাং তাদেরকেই ক্ষমা করো, যারা তাওবা করেছে এবং তোমার পথ অনুসরণ করেছে এবং তাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা করে নাও। (পারাঃ ২৪, সূরাঃ মুমিন, আয়াতঃ ৭)

২৯. رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَّهُمْ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে আমাদের প্রতিপালক! এবং তাদেরকে বসবাসের বাগান সমূহে প্রবেশ করাও, যেগুলোর প্রতিশ্রুতি মুতি তাদেরকে দিয়েছো। (পারাঃ ২৪, সূরাঃ মুমিন, আয়াতঃ ৮)

৩০. رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্ষমা করো এবং আমাদের ভাইদেরকেও, যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে এবং আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের দিক থেকে হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। (পারাঃ ২৮, সূরাঃ হাশর, আয়াতঃ ১০)

৩১. رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমারই উপর নির্ভর করেছি এবং তোমারই প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছি এবং তোমার প্রতিই প্রত্যাবর্তন। (পারাঃ ২৮, সূরাঃ মুমতাহিনা, আয়াতঃ ৪)

৩২. رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে কাফিরদের পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করো না এবং আমাদেরকে ক্ষমা করো। (পারাঃ ২৮, সূরাঃ মুমতাহিনা, আয়াতঃ ৫)

৩৩. رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝٢٠١

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে আখিরাতে কল্যাণ দাও আর আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করো। (পারাঃ ২, সূরাঃ বাকারা, আয়াতঃ ২০১)

৩৪. رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর ভারী বোঝা রেখো না যেমন তুমি আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর রেখেছিলে। (পারাঃ ৩, সূরাঃ বাকারা, আয়াতঃ ২৮৬)

৩৫. رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۚ﴿۱۶﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি সুতরাং আমাদের গুনাহ ক্ষমা করো এবং আমাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা করো। (পারাঃ ৩, সূরাঃ আলে ইমরান, আয়াতঃ ১৬)

৩৬. رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۹﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে শক্তি দাও যাতে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারি, তোমার ঐ অনুগ্রহের যা তুমি আমার উপর এবং আমার মাতা-পিতার উপর করেছো এবং যাতে আমি ঐ সৎ কাজ করতে পারি, যা তোমার পছন্দ হয় এবং আমাকে আপন করুণায় ঐসব বান্দাদের শ্রেণীভূক্ত করো যাঁরা তোমার বিশেষ নৈকট্যের উপযোগী। (পারাঃ ১৯, সূরাঃ নামল, আয়াতঃ ১৯)

৩৭. رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ﴿۲۵﴾ وَيَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ ﴿۲۶﴾
وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ﴿۲۷﴾ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ﴿۲۸﴾

www.dawateislami.net

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমার জন্য আমার বক্ষ খুলে দাও এবং আমার জন্য আমার কর্ম সহজ করে দাও! এবং আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও, যাতে সে আমার কথা বুঝতে পারে। **(পারাঃ ১৬, সূরাঃ তোয়াহা, আয়াতঃ ২৫-২৮)**

৩৮. رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ﴿۲۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাঁদের উভয়ের উপর দয়া করো, যেমনিভাবে তাঁদের উভয়ে আমার শৈশবে প্রতিপালন করেছিলেন। **(পারাঃ ১৫, সূরাঃ বনী ইস্রাঈল, আয়াতঃ ২৪)**

৩৯. رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۴۷﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে যালিমদের সঙ্গী করো না। **(পারাঃ ৮, সূরাঃ আরাফ, আয়াতঃ ৪৭)**

৪০. رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আমাদের নূরকে পরিপূর্ণ করে দাও এবং আমাদেরকে ক্ষমা করো।

(পারাঃ ২৮, সূরাঃ তাহরীম, আয়াতঃ ৮)

✡✡✡✡✡

তথ্যসূত্র

নং	কিতাব	লেখক	প্রকাশনা
১	কানযুল ঈমান	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন, ওফাত ১৩৪০ হিজরী	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী
২	তাফসীরে বাগভী	ইমাম আবু মুহাম্মদ হোসাইন বিন মাসউদ ফরা বাগভী, ওফাত ৫১৬ হিজরী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত ১৪১৪ হিজরী
৩	রুহুল মায়ানি	আবুল ফদল শাহাবুদ্দীন সায়্যিদ মাহমুদ আ'লুসী, ওফাত ১২৭০ হিজরী	দারুল ইহইয়াউ তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, ১৪২০ হিজরী
৪	রুহুল বয়ান	মৌলভী রোম শায়খ ইসমাঈল হাক্কী বারুসী, ওফাত ১১৩৭ হিজরী	দারুল ইহইয়াউ তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, ১৪০৫ হিজরী
৫	সীরাতুল জিনান	মুফতী মুহাম্মদ কাসিম আত্তারী	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
৬	সহীহ মুসলিম	ইমাম আবু হোসাইন মুসলিম বিন হাজাজ কুশাইরী, ওফাত ২৬১ হিজরী	দারুল মাগনী আরব শরীফ, ১৪১৯ হিজরী
৭	সুনানে আবু দাউদ	ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান বিন আশআশ সাজাসতানি, ওফাত ২৭৫ হিজরী	দারুল ইহইয়াউ তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, ১৪২১ হিজরী
৮	সুনানে তিরমিযী	ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী, ওফাত ২৭৯ হিজরী	দারুল ফিকির বৈরুত, ১৪১৪ হিজরী
৯	মুসতাদরিক	আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ হাকিম নিশাপুরী, ওফাত ৪০৫ হিজরী	দারুল মারিফা বৈরুত, ১৪১৮ হিজরী
১০	শুয়াবুল ঈমান	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হোসাইন বিন আলী বায়হাকী, ওফাত ৪৫৭ হিজরী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪২১ হিজরী
১১	সুনানে ইবনে মাজাহ	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াজিদ ইবনে মাজাহ, ওফাত ২৭৩ হিজরী	দারুল মারিফা বৈরুত, ১৪২০ হিজরী
১২	কানযুল উম্মাল	আলী মুত্তাকী বিন হিশামুদ্দীন বুবহানপুরী, ওফাত ৯৭৫ হিজরী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৯ হিজরী

নং	কিতাব	লেখক	প্রকাশনা
১৩	মিরাতুল মানাজিহ	হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নাঈমী, ওফাত ১৩৯১ হিজরী	যিয়াউল কোরআন, মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর
১৪	বাহরুর রায়িক	শায়খ মুহাম্মদ বিন হোসাইন বিন আলী আল তুরী আল কাদেরী, ওফাত ১১৩৮ হিজরী	কোয়েটা, পাকিস্তান
১৫	শরহে আকায়িদিন নফসিয়া	নাজিমুদ্দীন আবী হাফস ওমর বিন মুহাম্মদ আন নাফসী	মাকতাবাতুল মদীনা করাচী, ১৪৩০ হিজরী
১৬	তানবিহুল মুগতারিন	আব্দুল ওয়াহাব বিন আহমদ বিন আলী শা'রানী, ওফাত ৯৭৩ হিজরী	দারুল মারিফা বৈরুত, ১৪২৫ হিজরী
১৭	নুজহাতুল মাজালিশ	আব্দুর রহমান বিন আব্দুস সালাম আস সাফুরী আশ শাফেয়ী, ওফাত ৭৯৩ হিজরী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, ১৪১৯ হিজরী
১৮	ফতোওয়ায়ে ফয়যে রাসূল	মুফতী জালালুদ্দীন আহমদ আমজাদী	শাব্বির ব্রাদার্স, লাহোর
১৯	ফতোওয়ায়ে রযবীয়া	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন, ওফাত ১৩৪০ হিজরী	রযা ফাউন্ডেশন, লাহোর
২০	বাহারে শরীয়াত	মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী, ওফাত ১৩৬৭ হিজরী	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
২১	নামাযের আহকাম	আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস কাদেরী রযবী	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
২২	কুফরিয়া কালেমাত	আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস কাদেরী রযবী	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
২৩	ঈমান কি হিফাযত	মুফতী মুহাম্মদ কাসিম কাদেরী আত্তারী	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
২৪	ফাযায়িলে দোয়া	মাওলানা নকী আলী খান, ওফাত ১২৯৭ হিঃ	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❊ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন সফর এবং ❊ প্রতিদিন "ফিক্‌রে মদীনা" করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্য: "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" إِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "মাদানী কাফেলায়" সফর করতে হবে। إِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net